NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বীরভূম থেকে বগটুই মামলা সরাল আদালত

ডিজিটাল অ্যারেস্টে প্রাক্তন উপাচার্যের ৩৫ লক্ষ উধাও ৩

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ ১৫ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.01.2026, Vol.19, Issue No. 228, 8 Pages, Price 3.00

অবতরণের মুহূর্তে বারামতীতে ভাঙল বিমান, মৃত অজিত পাওয়ার-সহ পাঁচ

শোকস্তব্ধ রাজনীতি, তদন্ত দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারামতীতে বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নীতিন গডকরি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। এই ঘটনাকে শুধু মহারাষ্ট্র নয়, বরং দেশের রাজনীতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে বর্ণনা করেছেন তাঁরা। অজিতের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর ভাবে মর্মাহত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। শোকপ্রকাশ করে তিনি এ-ও জানান, বিমান দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে শরদ পাওয়ার-সহ গোটা পাওয়ার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

অজিতের মৃত্যু মহারাষ্ট্রের জন্য বিরাট ক্ষতি। মহারাষ্ট্র আজ একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারাল। এই ক্ষতি কখনই পূরণ করা যাবে না। সব কিছু আমাদের হাতে থাকে না। আমি আজ অসহায়। কিছু ঘটনার নেপথ্যে কোনও রাজনীতি থাকে না। আমি স্পষ্টভাবে এই অবস্থানেই রয়েছি। এই ঘটনার মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি দুর্ঘটনা। আমাদের সকলকে চিরকাল এই যন্ত্রণা বহন করে যেতে হবে। দয়া করে এর মধ্যে রাজনীতি আনবেন না। — শরদ পাওয়ার

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'এক্স' হ্যান্ডেলে লিখেছেন যে, বারামতীতে ঘটে যাওয়া বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর সংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অজিত পাওয়ারের অকাল প্রয়াণ এক অপূরণীয় ক্ষতি এবং মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে, বিশেষ করে সমবায় ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণ করা হবে। রাষ্ট্রপতি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ঈশ্বরকে মৃতদের পরিজনদের এই আঘাত সহ্য করার শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

অজিতের উত্থান এবং রাজনৈতিক দক্ষতার কথা স্মরণ করে একটি এক্স পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, সমাজের তৃণমূল স্তরের সঙ্গে অজিতের দৃঢ় যোগাযোগ ছিল। মহারাষ্ট্রের জনগণের সেবায় সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নিতেন তিনি। পরিশ্রমী এবং সর্বজন সম্মানিত অজিতের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক।

অন্তিম উড়ান

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি: আবার মৃত্যু-উড়ান। এবার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের। বুধবার সকালে জেলা পরিষদের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারের জন্য মুম্বই থেকে বারামতী যাচ্ছিলেন মহারাষ্ট্রের 'মহাজুটি' সরকারের অন্যতম শরিক তথা উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত। বারামতী বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা একটি জায়গায় ভেঙে পড়ে অজিতের বিমান। ভেঙে পড়ার পরেই আগুন ধরে যায় ওই ব্যক্তিগত বিমানে। মৃত্যু হয় অজিত-সহ বিমানে থাকা দুই বিমানকর্মী ও দুই নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে মোট পাঁচ জনেরই। পুড়ে যাওয়া দেহগুলি কার, তা প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। শেষমেশ হাতঘড়ি এবং পোশাক দেখে ৬৬ বছরের অজিতের দেহ শনাক্ত করা হয়।

বুধবার সকাল ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ মুম্বই বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান। লিয়ারজেট-৪৫ সংস্থার ছোট আকারের ব্যক্তিগত ওই বিমানে (প্রাইভেট জেট) আট থেকে ন'জনের বসার জায়গা রয়েছে। বিমানটি ভেঙে পড়ে ৮টা ৪৩ মিনিট নাগাদ, ওড়ার ঠিক ৩৩ মিনিট পর। বিমানের গতিবিধিতে নজরদারি চালায় এমন কিছু সংস্থার তথ্য বলছে, ওড়ার ২৪ মিনিটের মাথায় অজিতের বিমানটি আচমকা সঙ্কেত পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল।

নিজের শহর বারামতীতে বুধবার রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল বর্ষীয়ান এনসিপি নেতা তথা শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিতের। একাধিক রিপোর্টে দাবি, তাঁর বিমানটি ৮টা ৩৪ মিনিট থেকে নজরদারি সঙ্কেত পাঠানো বন্ধ করে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে অবশ্য ফের সঙ্কেত পাঠানো শুরু হয়েছিল ওই বিমান থেকে। অজিতের বিমানটি প্রথম বারের চেষ্টায় বারামতীর রানওয়েতে নামতে পারেনি। এর পর এক বার চক্কর কেটে ফের অবতরণের চেষ্টা করেছিল। ৮টা ৪৩ মিনিট থেকে ওই বিমান পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে যায়। আর কোনও সঙ্কেত সেখান থেকে আসেনি। এই সময়েই বিমানটি ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, যেখান থেকে বিমানটি এডিএস-বি সঙ্কেট পাঠানো বন্ধ করেছিল, সেই জায়গাটি মূল অবতরণস্থল বারামতী বিমানবন্দর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে।

প্রাথমিক ভাবে বিমানের উড়ানে কোনও গোলমাল শনাক্ত করা যায়নি। পরিসংখ্যান বলছে, ওড়ার ১০ মিনিটের মাথায় অজিতের বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছ'কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তখন তার গতি ছিল ১০৩৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এই গতিবেগেই উড়েছে বিমান। ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমানটির উচ্চতা কমে এসেছিল ১০১৬ মিটারে। গতিবেগ ছিল ২৩৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন পাইলট। জানিয়েছিলেন, রানওয়ে তিনি দেখতেই পাচ্ছেন না। তার পর বিমানটিকে এক বার চক্কর খাইয়ে ফের অবতরণের চেষ্টা করেন। এই সময় পাইলট জানিয়েছিলেন তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তার পরেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। বারামতী বিমানবন্দরের ম্যানেজার শিবাজি তাওয়াড়ে জানান, অবতরণের সময়ে রানওয়ের একটি ধারে ভেঙে পড়ে লিয়ারজেট ৪৫। মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় তাতে।

কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই সময় বারামতী বিমানবন্দর এবং সংলগ্ন এলাকায় ঘন কুয়াশা ছিল। ফলে দৃশ্যমানতাও কম ছিল। সেই কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। দৃশ্যমানতা কম থাকার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডুও। তিনি বলেন, ডিজিসিএ (দেশের উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা) এবং এএআইবি (বিমান দুর্ঘটনার তদন্তকারী সংস্থা) দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিমানটি অবতরণ করার সময় দৃশ্যমানতা কম ছিল।'

বিমানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রথম বার অবতরণ করার সময় এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর তরফে বিমানটির পাইলটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রানওয়ে দেখা যাচ্ছে কি না। জবাবে পাইলটের তরফে নেতিবাচক উত্তর আসে। বিমানটি আর এক চক্কর কেটে দ্বিতীয় বার অবতরণ করার চেষ্টা করে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বার একই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন পাইলট। তার পরেই বিমানটিকে অবতরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় অবতরণ করার সময়েই ভেঙে পড়ে বিমানটি।

বিজেপিই পূরণ করবে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের চিত্রালয় মাঠে বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন মিলিত হলেন বিজেপির কার্যকর্তা ও সমর্থকদের সঙ্গে। এই অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন তাঁর বক্তব্যে নীতিন নবীন বলেন, 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় নারীদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু আজ মা-বোনরা নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি।' তিনি দাবি করেন, বিজেপির সরকার গঠিত হলে তাঁদের সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

শিল্পনগরী দুর্গাপুরের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন। নীতিন নবীন বলেন, 'একসময় এই শহর ছিল শিল্পে সমৃদ্ধ। আজ নতুন কোনও শিল্প গড়ে উঠছে

বার্তা নবীনের

না। ফলে যুবকরা কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে।' শিল্প ও কর্মসংস্থানের এই সংকটের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেন তিনি। বক্তব্যের শেষে নবীন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অধীনে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয়। তিনি বিজেপি কার্যকর্তাদের বুথস্তরে সংগঠন মজবুত করা, ঘরে ঘরে গিয়ে জনসংযোগ বাড়ানো, দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে 'সোনার বাংলা' গড়ার আহ্বান জানান। পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার- এই স্লোগান তুলে নবীন কার্যকর্তাদের সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। নীতিনের রাজনৈতিক বক্তব্যের সুরে সুর মিলিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও যোগ করেন, 'শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নারীর নিরাপত্তা; এই তিনটি ক্ষেত্রেই বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট।' প্রায় তিন ঘণ্টা চলে এই সম্মেলন, যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও ভোটপ্রচারের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে রাজ্যের পালাবদলের নির্বাচন লক্ষ্য করে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের বার্তা স্পষ্ট- দুর্গাপুরে শিল্প, কর্মসংস্থান ও নারীর নিরাপত্তা জাগরণের মধ্য দিয়ে বিজেপি রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে প্রস্তুত।

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব কেন্দ্রীয় অবজার্ভার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। প্রকাশিত তালিকায় এরাজ্য থেকে মোট ২৫ জন সিনিয়র আধিকারিকের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা-সহ ১৫ জন আইএএস এবং ১০ জন আইপিএস আধিকারিকের নাম রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন হাওড়া ও আসানসোলের পুলিশ কমিশনারও। প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা-এর নাম।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ভোট আসন্ন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অন্তত পাঁচবার আধিকারিকদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও উত্তর না মেলায় কমিশন নিজেই অবজার্ভারদের তালিকা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করেছে।

তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি কমিশনের তরফে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ব্যাচভিত্তিক তালিকাভুক্ত সমস্ত আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্রিফিং বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ব্রিফিং বৈঠকে কোনও আধিকারিক অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে নির্বাচন কমিশন।

আবেগের সিঙ্গুরে শিল্প পার্কের বার্তা

বনস্পতি দে ● সিঙ্গুর

সিঙ্গুরের পহেলামপুরে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দেব। পরে আয়োজিত জনসভা থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা ইস্যুতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী।

বক্তৃতার শুরুতেই সিঙ্গুরের সঙ্গে নিজের আবেগের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন মমতা। তিনি বলেন, '২০০৬ থেকে ২০০৮- এই সিঙ্গুরেই আমি আন্দোলন করেছি, ২৬ দিন অনশন করেছি। তাপসী মালিক শহিদ হয়েছেন, সেই আন্দোলনের সকলকে আমি সম্মান জানাই।' কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

শিল্প প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুরে শিল্প পার্ক গড়ে উঠবে, তৈরি হবে কর্মসংস্থান। 'অ্যামাজন-সহ একাধিক সংস্থা এখানে আসবে,' বলেন তিনি। পাশাপাশি ২১,১৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ১,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান।

নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। '৯৫ বছরের বৃদ্ধকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার পর ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে', দাবি তাঁর। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ভোটার তালিকা ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে বাংলায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'বাংলা দখল করা অত সহজ নয়। আমি জেল বা গুলির ভয় পাই না। বিজেপিকে বাংলায় ঢুকতে দেব না।' জনতার উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, 'আপনারা সবাই তৈরি থাকবেন।'

মৃত্যু বাড়ছে আনন্দপুরে, গ্রেপ্তার গুদামের মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আনন্দপুরের ভয়াবহ আগুনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ পৌঁছেছে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রায় ৩০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৩ জনের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। উদ্ধারকাজ অব্যাহত থাকায় মৃত ও নিখোঁজের সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

এরই মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডেকোরেটর্সের গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাসকে। তিনি আগুন লাগার পর থেকেই পলাতক ছিলেন। মঙ্গলবার গড়িয়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এফআইআর দায়েরের পর তদন্ত চলছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে, তাঁর সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তারির পর অগ্নিকাণ্ডের দায় মোমো সংস্থার দিকেই ঠেলেছেন গঙ্গাধর।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার অগ্নিকাণ্ড ও কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে মুখ খুলল মোমো প্রস্তুতকারক সংস্থা। এদিন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের মোট ৩ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবার পিছু দেওয়া হবে ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া আজীবন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা মাসোহারা পাবেন। মৃতদের সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিচ্ছে সংস্থা।

চাকরি দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

■ **আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়া হবে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে সেই কথা ঘোষণা করলেন তিনি। বলেন, 'বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতে গিয়ে কিছু বন্ধু মারা গিয়েছেন। আমি ববি, অরূপকে পাঠিয়েছিলাম। ওদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। আমি পুলিশকে বলেছি পরিবারের সদস্যদের সিভিকের চাকরি দেওয়ার জন্য।'**

সাক্ষাতের সময় দিল কমিশন, সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কথা উল্লেখ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে ইতিমধ্যেই একাধিক চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে চলেছে তৃণমূল নেত্রীর! জানা যাচ্ছে, আগামী সোমবার অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটেয় তৃণমূলকে সময় দিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। আর তা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। যেখানে তৃণমূল নেত্রী-সহ ১৫ জনের প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও ওই দিন তিনি যাবেন কি না, তা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এসআইআর আবহে বুধবার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সিঙ্গুরের সভা শেষ করার পরেই দিল্লি উড়ে যাবেন বলেও ঠিক ছিল। কিন্তু এদিন সকালে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের মৃত্যুর খবর আসতেই জাতীয় রাজনীতিতে শোকের ছায়া। ঘটনায় শোকস্তব্ধ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই অবস্থায় দিল্লি সফর পিছনোর কথা জানান তিনি। শোনা যাচ্ছিল, বৃহস্পতিবার দিল্লি উড়ে যেতে পারেন। সিঙ্গুরের সভা থেকে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'আজ না হলে কাল আমি দিল্লি যাবই। দরকার হলে কোর্টেও যাব। আইনজীবী হয়ে নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবে। সব ডকুমেন্ট রেখে দিয়েছি। জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানাচ্ছেন।' এসআইআর ইস্যুতে বাংলার কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়লে তিনি চুপ করে থাকবেন না বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমাকে তোমরা ঘেঁচু করবে। জেলে ভরো, গুলি করো; আই ডোন্ট কেয়ার! আমি সব কিছুর জন্য তৈরি। আমি জেলে গেলে মায়েরা জবাব দেবে, বোনেরা জবাব দেবে।'

জানা গিয়েছে, এসআইআরের জেরে মৃতদের পরিবারদেরও দিল্লি নিয়ে গিয়ে প্রতিবাদে শামিল করা হতে পারে। ভোটার তালিকায় 'মৃত'দের মঞ্চে হাজির করে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Debabrata Adhikary S/o. Ashutosh Adhikary ও Debabrata Adhikary S/o. A. Adhoikkary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Prasad Singh S/o. Shankar Prasad Singh ও Sanjoy Prasad Singh S/o. S. P. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৪/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Pramanik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kishor Pramanik ও Kishor Kumar Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৮০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumili Majhi D/o. Santu Majhi স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Sania Parvin W/o. Aman Hossain নামে পরিচিত হলাম। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলাম। Soumili Majhi ও Sania Parvin একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী
গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১২৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Soni Rabidas alias Soni Das, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Soni Rabidas, Sony Das & Sony Rabidas, আমার বড় পুত্র Saraj Das & Saraj Rabidas এবং আমার ছোট পুত্র Sukdeb Das & Sukdeb Rabidas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
I, Yasmin Begum W/o. Shahazada Khan, R/o. Das Apartment, Flat No. 3B, 2 nd Amratala Goli, Chinsurah Bus Stand, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. declared that in my daughterós (Sadaf Khan) Birth Certificate SRegn. No. 102, dt. 15.11.2008V where my name has been wrongly recorded as Yasmin instead of Yasmin Begum. I, Yasmin Begum & Yasmin W/o. Shahazada Khan, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 3579, dated 28/01/2026 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

নাম-পদবী
গত ১৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৬২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Santosh Kumar Das S/o. Ratan Das ও Santosh Kr. Das S/o. R. H. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে জানুয়ারি। ১৫ই মাঘ। বৃহস্পতি বার। একাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র ও, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ। মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(ভীম একাদশীর পূজা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Patali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nirapada Patali ও N. P. Patali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
আমি, বিশ্বজিৎ হুতাইত, পিতা- প্রতাপচন্দ্র হুতাইত ও ভোলানাথ হুতাইত, পিতা- প্রতাপচন্দ্র হুতাইত গত ৯/৯/২০১৫ তারিখ তমলুক ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট নং ৬৫২৮ বলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম। ইহা সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হইল।

নাম-পদবী
আমি ছায়রা মন্ডল আমার পুত্র রিয়াজ তুল্লা, জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম সাহিরা বিবি আছে। ১৫/১/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সাহিরা বিবি ও ছায়রা মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম- গাটরা পোষ্ট বহির গাছি নদীয়া।

নাম-পদবী
আমি বানিয়া সেখ পুত্র মিজারুল সেখের জন্ম সার্টিফিকেটে নাম বানিয়া বিবি আছে ৬/১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে বানিয়া সেখ ও বানি বিবি একই ব্যক্তি হলাম। পোষ্ট ও গ্রাম- বাঙ্গালঝি, চাপড়া নদীয়া।

নাম-পদবী
আমি আজমত আলি মন্ডল ২২/১/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আজমত আলি মন্ডল ও রাজু মন্ডল একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE
I, **Salma Bibi, W/o Late Aktar Ali Sardar**, R/o New Govt. Colony, P.O + P.S Bansdroni, Kolkata -700070. In 2002 Electoral Roll my name is recorded as **Salma Begum W/o Aftar**. Vide an affidavit (12184) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Court at Alipore dated 27.01.2026 I, **Salma Bibi W/o Late Aktar Ali Sardar** and **Salma Begum W/o Aftar** are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, **Ansar Mistry** S/o Late Camir Mistry, R/o B-77, Bandipur Road, P.O.+P.S- Bansdroni, Kolkata 700070. In some document my father name is recorded as **Samir Mistry**. Vide an affidavit (12107) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate Court at Alipore dated 27.01.2026 **Late Camir Mistry** and **Samir Mistry** both are same, one and identical person and indicates my father.

AFFIDAVIT
I, **Mabia Bibi** W/O Late Saidulla Khan residing at Vill. & P.O.- Kalla, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721201 do hereby declare vide affidavit no. 158 dated 21.01.2026 before the Court of Ld. Judicial Magistrate, Ghatal, Paschim Medinipur that my actual name is Mabia Bibi and it is written in my Aadhar, PAN, Voter, Ration Cards and I-card cum passbook for PF under SSY for unorganised sector but in my passbook of UCO Bank, Palaschabrighat Branch being A/C No. 12753210606186, my name has been written as Mariya Began. Mabia Bibi and Mariya Began is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, **Joydeep Das,** S/O Pritish Chandra Das, residing at Kamrabad ,Redpark, Rajpur Sonarpur (M), P.S. – Sonarpur, Dist.- South 24 Parganas, W.B., do hereby declare that in my Voter I.D. Card No. LLH1974088 my name wrongly recorded as **Joydip Das** in place of my actual mane **Joydeep Das,** and also in my son's (Diptanshu Das) birth Certificate my name wrongly recorded Jaydip Das in place of **Joydeep Das.** That **"Joydeep Das", "Joydip Das"** and **"Jaydip Das"** is same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Baruipur Court, South 24 Parganas dt. 14.05.2024.

CHANGE OF NAME
I, "SK MD ILLIUS", S/o " SK AMIR ALI" by faith ISLAM, residing at Khudirampally, Bahir Sarbamangala Para, P.S.- Bardhaman Sadar, Dist- Purba Bardhaman, PIN - 713101 declare that in the 2002 voter list, my name has been wrongly recorded as " MD ILLIUS SK" S/o "AMIR ALI SK" instead of my actual name **"SK MD ILLIUS"** S/o "SK AMIR ALI" which is correctly recorded in my latest voter list and Aadhar Card. As per affidavit vide no. 666 dt. 19.01.2026 in the court of the Learned Ist Class Judicial Magistrate, Purba Bardhaman , "SK MD ILLIUS" S/o "SK AMIR ALI" and "MD ILLIUS SK" S/o "AMIR ALI SK" is the same and one identical person .

CHANGE OF NAME
I, **Srabani Bag Das,** D/O Prosanta Bag, W/O. Joydeep Das, residing at S.D.Chatterjee Road, near Baruipur Court, P.O. & P.S. – Baruipur, Dist.- South 24 Parganas, W.B., do hereby declare that in my Voter I.D. Card No. TYK0309484. where my name and my father's name wrongly recorded as **"Shrabani Bag",** D/o. Prashanta Bag in place of my actual name **"Srabani Bag Das",** D/O. Prosanta Bag. In new list, vide voter I.D. Card No. ZCX1296599 where my name recorded as **Srobani Das W/o. Joydip Das** in place of **Srabani Bag Das,** W/o, Joydeep Das. That **"Srabani Bag Das",** W/o. Joydeep Das, D/o. Prosanta Bag and Shrabani Bag, D/o. Prashanta Bag and **Srobani Das** W/o. Joydip Das is same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Baruipur Court, South 24 Parganas dt. 21.01.2026.

I Benoara Khatun, D/O- Nurjaman Mia at [illegible], PO & PS- Kandi, Dist- Murshidabad. That my father actual name Nurjaman Mia which is recorded in my Aadhaar [illegible] in my Voter card and father voter card as Nursaman Mia [illegible] Nurjaman Miya. That swearing affidavit [illegible] before Notary public at Kandi Nurjaman Miya & Nursaman Mia & Nurjaman Mia is same and one identical person.

AFFIDAVIT
আমরা যথাক্রমে HANUFA KHATUN পিতা- HAMIR SEKH এবং MAJEDUL SK ঠিকানা- গ্রাম- কাঁঠিলাবাড়, পোস্ট ও থানা- শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া মহামান্য উলুবেড়িয়া ফাস্ট ক্লাস আদালতের এফিডেফিট (নং-3283/IACAJM মারফত ঘোষণা করছি যে,আমরা উক্ত ঠিকানার স্থায়ী বাসিন্দা এবং HAMIR SEKH এর ঔরসজাত সন্তান।আমাদের বাবা HAMIR SEKH এর আধার কার্ড (নং -৫০৯১ ৬৬৪৬ ৮৪০৮), ভোটার কার্ড নং (LWY1327188)তে লিপিবদ্ধ। কিন্তু ১) MAJEDUL SK (আধার কার্ড নং -৮০৯৭ ৭২৩৮ ৮০৫৮)তে ভুলবশত SK MAJEDUL ভোটার কার্ডে (নং- LWJ1826908 তে বাবার নাম HAMID SK, জন্ম সার্টিফিকেটে SK. HAMIDH রয়েছে। ২) HANUFA KHATUN এর আধার কার্ড (নং -৪২৮২ ১৪৪০ ৯১২৫)তে SK HAMID, ভোটার কার্ড নং (YWJ1936970)তে HAMID SK, এবং জন্ম সার্টিফিকেটে বাবার নাম SK HAMID KHAN আছে। আমরা এটা জানাচ্ছি যে,HAMIR SEKH (ভোটার লিস্ট ২০০২ তে পার্ট নং-১৩৮, সিরিয়াল নং -৫১৬), HAMIR SEKH, HAMID SK, SK HAMID, SK HAMIDH, SK HAMID KHAN আলাদা ব্যক্তি নন, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনাম
আমরা, ১) শ্রীমতী শীলা সাহা, স্বামী- শ্রী অমল চন্দ্র সাহা, ২) শ্রী প্রশান্ত সাহা, ৩) শ্রী সুশান্ত সাহা, উভয়ের পিতা- মৃত প্রমোদ রঞ্জন সাহা, সকলের সাং, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পক্ষে বিগত ইং ১৭/০৮/২০১১ তারিখে IV- 53/11 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) শ্রী রাজবল্লভ সাহা, ২) শ্রী গৌতম সাহা, উভয়ের পিতা- মৃত হরিবল্লভ সাহা, সাং- আড়ংঘাটা হরনাথপাড়া, পোঃ- আড়ংঘাটা, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয়দ্বয়, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি এমডি শাহজাদ, পিতা- এমডি আলাউদ্দিন, নিবাস- মানুষপুর বস্তি, গ্রাম- ইসলামপাড়া, পোস্ট-ব্যান্ডেল, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২১২৩, আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তির ১ (এক)টি চেন দলিল হারিয়ে ফেলেছি। সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলা, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা-কাজিডাঙ্গা, জেএল নং-৫, আরএস দাগ নং-২২, এলআর দাগ নং-২২ (এলআরআরওআর অনুযায়ী এলআর দাগ নং-২২/২৭০), এলআর খতিয়ান নং-১৮৮২, দেবানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এবং ডিএসআর হুগলি ও এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অবস্থিত। উপরোক্ত সম্পত্তির দলিলটি নিম্নরূপ ঃ ১) ১৯৬৪ সালের ৭৯১২ নম্বর দলিল, যা ডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, বুক নং-১, ভলুম নং-২, পৃষ্ঠা ২৯৩ থেকে ২৯৫। আমরা উপরোক্ত হারানো বিষয়ে ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়িতে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি, যার জিডিই নং-৭১৯, তারিখ- ২৩/১/২০২৬। যদি কেউ উপরোক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে এটি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ফেরত পেলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উপরোক্তের অনুমতিক্রমে। শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, হুগলি
মোবাইল-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রীমতি আরতি ভৌমিক, স্বামী- নিখিল ভৌমিক, সাং- পায়রাডাঙ্গা, পোঃ+থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, গত ইং 31.01.2014 তারিখে কল্যাণী রেজিস্ট্রি অফিসে 43 নং আমমোক্তারনামা নিযুক্ত হয় আমমোক্তার প্রাপক শ্রী মানবেন্দ্র বর্মন, পিতা- মণীন্দ্রনাথ বর্মন, সাং- শিকারপুর, পোঃ- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, থানা- চাকদাহ, নদীয়া। উক্ত জমির 41 নং শিকারপুর মৌজায় খতিয়ান 74/1, যাহার দাগ নং- 345 / 1553 ও 345 / 1554, জমির পরিমাণ- 4 শতক ও 1.5 শতক, মোট জমির পরিমাণ- 5.5 শতক। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে চাকদাহ B.L & L.R.O অফিসে জানাতে হবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি
ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী সদর চুঁচুড়া
এ্যাক্ট- ৩৯ কেস নং- ২৬/২০২২
শ্রী উৎপল দাস, পিতা- ৺উত্তম দাস, সাং- মিএাডাঙ্গা, পোঃ- গুপ্তিপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২৫১২।
......**দরখাস্তকারী**
অত্র বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা সর্ব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে- দরখাস্তকারী **শ্রী উৎপল দাস,** পিতা ৺উত্তম দাস, সাং- মিএাডাঙ্গা, পোঃ- গুপ্তিপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, নিবাসী মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী সদর আদালতে অধুনা মৃত **উত্তম দাস** মহাশয়ের এল.আই.সি পলিসি নং- ৪৬৯৪৯১১৮০, কালনা শাখা তাং- ১০/১০/২০১১ সাম এসিওর্ড- ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এল.আই.সি পলিসি নং- ৪০৯৭৯১৪৬৬, কালনা শাখা, তাং- ২৮/৯/২০২০, সাম এসিওর্ড- ১,২০,০০০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা র পরিপ্রেক্ষিতে সাকসেশান সার্টিফিকেট নিমিত্তে অত্র এ্যাক্ট- ৩৯ নং কেস নং- ২৬/২০২২ দাখিল করেন। এক্ষণে উক্ত সাকসেশান সার্টিফিকেটের দরখাস্তের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে অথবা যথাযথ ভাবে নির্দেশিত কোন আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, অন্যথায় উক্ত মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীর জন্য বিবেচিত হইতে পারে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী
সদর চুঁচুড়া, ১২/১২/২৫

AFFIDAVIT
আমি খলিল ফকির পিতা- ইব্রাহিম, নিবাস- গ্রাম + পোষ্ট- পিছলদহ, থানা- শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া আদালতে এফিডেভিটের (নং 5759 Dt 07 Nov 2025) স্বীকৃত হয়ে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে সেখ আব্দুল খলীল পিতা ইব্রাহিম ও খলিল ফকির পিতা ইব্রাহিম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
I, **Smt. Mamata Das** W/O Lt. Robin Kumar Das R/O Taljhuli, PS: kharagpur (T), Dist: Paschim Medinipur declare before 1st Class JM, kharagpur vide affidavit NO. 14998 that in my son Tushar Das birth certificate my name has wrongly recorded as Momata Das. Mamata Das & Momata Das both are same, one & identical Person.

AFFIDAVIT
আমি Sk Samiul Alam পিতা Lt. Sekh Abdul Hossain ঠিকানা- গ্রাম ভগবানপুর, পোস্ট -মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর মহামান্য হাওড়া আদালতের এফিডেভিট নং SD/2183 dated 31/12/2025 মারফত ঘোষণা করছি যে, আমি Sk Samiul Alam পিতা- Lt Sk Abdul Hossain এবং Samiul Alam পিতা- Sk Abdul Hossain এবং Sekh Samiul Alam পিতা- Lt Rahaman Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এবং আমার বাবা Sekh Abdul Hossain এবং Sk. Abdul Hossain এবং Rahaman Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
আমি MOSTAFA ALI SEIKH ঠিকানা-গ্রাম- রামেশ্বরপুর, পোঃ-মোল্লাহাট, থানা-শ্যামপুর, জেলার -হাওড়া মহামান্য হাওড়া আদালতের এফিডেভিট নং SN/927 dt.-07/11/2025 মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার বাবা SK SAHAJAHAN, পিতা-প্রয়াত SK SAJED (ডেথ সার্টিফিকেটে) নথিভুক্ত এবং আধার কার্ড নং -9625 5772 7685, কিন্তু আমার বাবার ভোটার কার্ড vide no.WB/25/172/438050 তে SAJAHAN SK লেখা রয়েছে। কিন্তু আমার বাবার 2002 এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং -147, সিরিয়াল নং -299তে ডাকনাম SK ABDUL SAMED লেখা রয়েছে। আমার বাবার প্রকৃত নাম SK SAHAJAHAN, পিতা- SK SAJED এবং SAJAHAN SK এবং SK ABDUL SAMED এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
আমি SEKH ALAMGIR ঠিকানা-গ্রাম- রামেশ্বরপুর, পোঃ -মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলার-হাওড়া মহামান্য হাওড়া আদালতের এফিডেভিট নং SN/927 dt.-07/11/2025 মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার বাবা SK SAHAJAHAN, পিতা-প্রয়াত SK SAJED (ডেথ সার্টিফিকেটে) নথিভুক্ত এবং আধার কার্ড নং -৯৬২৫ ৫৭৭২ ৭৬৮৫, কিন্তু আমার বাবার ভোটার কার্ড vide no.WB/25/172/438050 তে SAJAHAN SK লেখা রয়েছে। কিন্তু আমার বাবার ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং -১৪৭, সিরিয়াল নং -২৯৯তে ডাকনাম SK ABDUL SAMED লেখা রয়েছে। আমার বাবার প্রকৃত নাম SK SAHAJAHAN, পিতা- SK SAJED এবং SAJAHAN SK এবং SK ABDUL SAMED এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
আমি SK AMIR ALI ঠিকানা-গ্রাম-রামেশ্বরপুর, পোঃ- মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, জেলার -হাওড়া মহামান্য হাওড়া আদালতের এফিডেভিট নং (N/927 dt.-07/11/2025 মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার বাবা SK SAHAJAHAN, পিতা-প্রয়াত SK SAJED (ডেথ সার্টিফিকেটে) নথিভুক্ত এবং আধার কার্ড নং-9625 5772 7685, কিন্তু আমার বাবার ভোটার কার্ড vide no.WB/25/172/438050 তে SAJAHAN SK লেখা রয়েছে। কিন্তু আমার বাবার ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (পার্ট নং-147, সিরিয়াল নং-২৯৯তে ডাকনাম SK ABDUL SAMED লেখা রয়েছে। আমার বাবার প্রকৃত নাম SK SAHAJAHAN, পিতা- SK SAJED এবং SAJAHAN SK এবং SK ABDUL SAMED এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>
<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>
<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৯৯১৮।**
<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>
<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**
<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**
<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**
<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**
<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>
<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

AFFIDAVIT
আমি Jakir Hussain Mallick পিতা Sajet Mallick ঠিকানা -গ্রাম ভগবানপুর, পোস্ট -মোল্লাহাট, থানা -শ্যামপুর মহামান্য হাওড়া আদালতের এফিডেভিট নং SD/2065 dated 30/12/2025 মারফত ঘোষণা করছি যে, SK Jakir Hossain Mallick পিতা- Majet Mallick এক ব্যক্তি এবং আমার পিতা Sajet Mallick এবং Majet Mallick এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ফাঁকা আসন থাকলেও মানের সঙ্গে আপস নয়

আয়ুষ ভর্তিতে নিট কাট-অফ কমাতে সাফ না সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আয়ুষ স্নাতক কোর্সে ফাঁকা আসন পূরণের যুক্তিতে নিট, ইউজি কাট-অফ আরও নামানোর আর্জিতে ইতি টানল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, শুধু আসন ভরানোর জন্য শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা করা যায় না। ফলে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আয়ুর্বেদিক ভর্তিতে নিটের বর্তমান কাট-অফ অপরিবর্তিতই থাকছে।

বিচারপতি পি এস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানায়, শিক্ষাবর্ষ শেষের মুখে দাঁড়িয়ে কাট-অফ কমানোর প্রশ্নই ওঠে না। ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিনের হলফনামা খতিয়ে দেখে আদালত জানায়, দেশে মোট অনুমোদিত আসনের মাত্র ৩ শতাংশের মতো ফাঁকা রয়েছে। সর্বভারতীয় কোটার আসন ইতিমধ্যেই পূর্ণ।

কমিশনের দাবি, চলতি বছরে আগের তুলনায় কাট-অফ এমনিতেই কমানো হয়েছে। আরও ছাড় দিলে পড়াশোনার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কলেজগুলির আর্থিক যুক্তি মানতে নারাজ আদালত শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেয়; অর্থনৈতিক চাপ কোনও ভাবেই শিক্ষার মান নামানোর অজুহাত হতে পারে না।

‘বন্দে মাতরম’কে অপমানের অভিযোগ, তৃণমূলের অসম্ভ্রমে বিজেপির ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার সংসদের যৌথ বৈঠকে রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণকালে বাংলার গৌরবময় ‘বন্দে মাতরম’-কে অপমানিত করার নৃশংস দৃশ্য দেখে দেশবাসী হতবাক। ১৫০ বছরের এই অমর সংগীতের উৎসব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অবদান স্মরণ করলেন। যদিও সেই সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের সাংসদেরা উচ্চস্বরে চিৎকার, স্লোগানঝড় এবং অগোছালো আচরণে বৈঠককে ধ্বংস করে দেয় বলেই অভিযোগ বিজেপির। তাঁদের আরও অভিযোগ এ কেবল জাতীয় সংগীতের অপমান নয়, বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উপর নির্মম আঘাত। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাংসদদের নামে অবিলম্বে ক্ষমা চাইবেন, নইলে বাংলার মহান ব্যক্তিত্বদের নামে ছদ্ম অশ্রুস্রোত বন্ধ করুন। সমস্ত দেশ এই লজ্জাজনক দৃশ্যের সাক্ষী। রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও সংসদীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় বারবার আহ্বান জানানো হলেও অরাজকতা অব্যাহত রইল। এই অশোভনতা রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক আঘাত বয়ে আনল। জনগণের স্মৃতিতে এ দাগ গেঁথে থাকবে অনন্তকাল। বিজেপি এর জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

বাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। বুধবার নৈহাটিতে মিলন ভোজে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। কলকাতা শহরে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছাড়াই কলকাতা শহরে পুকুর বুজিয়ে বাড়ি, আবাসন তৈরি হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ববি হাকিম ও সুজিত বসুর মাধ্যমে পিসি-ভাইপোর কাছে পৌঁছচ্ছে। তিনি জানান, বড়বাজারের মেছুয়ার ফলপট্টির এক হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর মাত্র দু'চারদিন বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁয় নজরদারি চালানো হল। তাঁর সংযোজন, বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কলকাতা ১ নম্বরে। নির্মীয়মাণ আবাসনে নেই কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। হোটেল কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে-ও নেই ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা। তাঁর দাবি, আনন্দপুরের নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আসলে বাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার নবান্নে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠক করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, অখিলেশ যাদবকে নিয়ে উনি নবান্নতে বসে রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। আসলে ওনার মাথা কাজ করছে না। ওনার পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে গিয়েছে। গদি চলে যাচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, উন্নয়নের পাঁচালি এখন পাঞ্চালি হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, এদিন সিঙ্গুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিল্প ও কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন। সিঙ্গুরে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার সাফ বক্তব্য, সিঙ্গুর নিয়ে উনি ফের নাটক শুরু করেছেন। আরও একমাস উনি শিল্পায়ন নিয়ে নাটক করবেন। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা আজও গড়ে উঠল না। শালবনিতে একটাও শালবল্লি পোঁতা হয়নি। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের সাংসদ গুন্ডারাজ শেষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ ব্যারাকপুরে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। সোমবার রাতে গারুলিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন স্বয়ং শাসকদলের কাউন্সিলর। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, যিনি গুন্ডারাজ শেষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি নিজের বাড়ির পাশে গুন্ডা শেষ করতে পারেন নি। সুতরাং উনি অন্য জায়গার গুন্ডা কিভাবে শেষ করবেন। প্রসঙ্গত, এদিন নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের নদিয়া মিলের গেস্ট হাউসে দলীয় কর্মীরা মিলন ভোজের আয়োজন করেছিল। উক্ত মিলন ভোজ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলা এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায় ও সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, যুব নেতা সঞ্জিত সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, মিলন ভোজের অন্যতম উদ্যোক্তা সৌমদীপ মোদক, নবীনা মোদক, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ। এদিন সন্ধেয় বিজেপি সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে কাঁকিনাড়া জুটমিল গেটে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বন্ধ কাঁকিনাড়া জুটমিল খোলার দাবিতে সরব হলেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে মিল চালু করতে হবে। মেশিন তুলে অন্যত্র বসানো যাবে না। শ্রমিক দরদী নেতার অভিযোগ, বামজমানায় জুটমিলগুলোতে শ্রমিক ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া হত। কিন্তু ঘাসফুল জমানায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে মান্যতা দেওয়া হয় না। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের মদতে কিছু ঠিকাদার ও কিছু দালাল মালিকপক্ষকে বিপথে চালিত করছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, আগামী তিনমাসের মধ্যে মিল চালু করতে হবে। অন্যথায় তিন মাস বাদে মিল কর্তৃপক্ষকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। জুট শিল্পের পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, আগে রাজ্যে ৬২ টি জুটমিল ছিল। বাম আমলে দাঁড়িয়েছিল ৪৮ টি জুটমিলে। তৃণমূল জমানায় জুটমিলের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ত্রিশটিতে। তাঁর অভিযোগ, বামআমলে বালি জুটমিলে ঠিকাদারি প্রথা চালু হয়েছিল। কিন্তু ঘাসফুল জমানায় সমস্ত মিলে ঠিকাদারি রাজ কায়েম হয়েছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে বহু স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্প শেষ হয়ে গেছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলা জুড়ে লুঠের সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। এদিন সভায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, আইনজীবী রাকেশ সিং, শ্রমিক নেতা ভরত যাদব, বিনয় মণ্ডল, পরমেশ্বর সিং, উমেশ রায় প্রমুখ।

সমন্বিত উদ্যোগেই রাজভাষার বিস্তার, মেট্রো রেলে শীর্ষ বৈঠকে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেট্রো রেলে রাজভাষা কার্যকরীকরণে গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপ্রবন্ধক এসএস মিশ্র। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ

দিয়ে বলেন, সব বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, তবেই রাজভাষার প্রয়োগ বাস্তব রূপ পাবে। বৈঠকে প্রধান মুখ্য সুরক্ষা আধিকারিক মণীশ জৈন গত ত্রৈমাসিকের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ‘মেট্রো চেতনা’-র ৩৮তম ই-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাজভাষায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগকে পুরস্কৃত করা হয়। শেষে সভাপতির আশীর্বাদী ভাষণে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

সিবিআইয়ের আবেদনে মান্যতা, বীরভূম থেকে বগটুই মামলা সরালো আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বগটুই গণহত্যাকাণ্ডের তদন্তে অসুবিধার কথা জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। সেই মামলার শুনানিতে বগটুই মামলা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশনুযায়ী, এবার থেকে এই মামলার শুনানি হবে পূর্ব বর্ধমান জেলার আদালতে। এতদিন বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমা আদালতেই চলছিল বগটুই মামলার বিচারকার্য। বুধবার বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি মামলাটি রামপুরহাট থেকে সরিয়ে পূর্ব বর্ধমান আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল, মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করার একাধিক চেষ্টা চলছে। এমনকী সাক্ষ্য দিতে এসে অনেকেই বয়ান বদল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে

সাক্ষীদের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে মামলাটি অন্য জেলায় সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ৪ বছর আগে ২০২২ সালের ২১ মার্চ রাতে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বগটুই মোড়ে বোম মেরে খুন করা হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপপ্রধান ভাদু শেখকে। অভিযোগ, ওই খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভাদু শেখের অনুগামীরা বগটুই গ্রামের একাধিক বাড়িতে আগুন লাগায় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়। অগ্নিকাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে লালন শেখকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তারপর সিবিআই হেপাজতেই মূল অভিযুক্তের অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ায় মামলায় অন্য মোড় আনে।

প্রথমে রাজ্য সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিটের কাছ থেকে তদন্তভার নিয়ে নেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই মামলায় তৎকালীন রামপুরহাট ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনারুল হোসেন-সহ মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দেয়। সিটের তদন্তে প্রথমে ৩৩ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পরে সেই তালিকায় আরও তিন জনের নাম যুক্ত করা হয়। এই তদন্তে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেই মামলাটি স্থানান্তরের আবেদন করেছিল সিবিআই।

ভেরিফিকেশনের নামে ভয়, ডিজিটাল অ্যারেস্টে প্রাক্তন উপাচার্যের ৩৫ লক্ষ উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: ডিজিটাল প্রতারণার ভয়ঙ্কর ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অশোকরঞ্জন ঠাকুর। সল্টলেকের বাসিন্দা ৭৭ বছরের এই অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকচক্র। জানুয়ারির প্রথমার্ধে টানা দু'সপ্তাহ ধরে তাঁকে কার্যত 'ডিজিটাল অ্যারেস্টে' রেখে ভয় দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারকরা নিজেদের ভারতীয় সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আধিকারিক বলে পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক মানব পাচার ও সাইবার অপরাধচক্রের সঙ্গে নাম জড়ানোর অভিযোগ তুলে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হয়। আতঙ্ক বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টের নাম করে পাঠানো হয় ভুয়ো নোটিসও।

তদন্তে উঠে এসেছে, সিগন্যালের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত অবস্থান জানাতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁকে। এমনকী স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে স্ক্রিন শেয়ার করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভেরিফিকেশন শেষ হলেই সব মিটে যাবে; এই আশ্বাসে স্থায়ী আমানত ভেঙে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস মারফত টাকা পাঠাতে বাধ্য হন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। প্রতারকদের ব্যবহৃত ফোন নম্বর ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পুলিশের সতর্কবার্তা, ভুয়ো আধিকারিক সেজে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে, সচেতন থাকাই একমাত্র রক্ষা।

লোক নেই পাশে, সিঙ্গুর সভা ঘিরে মমতাকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সকালে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি অডিও পোস্ট করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে দাবি করেন, সভাস্থল ভরানোর দায়িত্ব পড়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের কাঁধে। শুভেন্দুর ভাষায়, ফরমান জারি হয়েছে, মাননীয়ার সভাস্থল ভরানোর দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিতে হবে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের উপস্থিতি ক্রমেই কমছে। তাঁর দাবি, মানুষ আর স্বেচ্ছায় আসছেন না মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ওনার বুজরুকি ভাষণ শোনার জন্য। সেই কারণেই প্রশাসনিক নির্দেশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দু আরও দাবি করেন, সভায় না গেলে একাধিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, অর্ডার মেনে হাজিরা না দিলে কোন কোন সুবিধা বন্ধ হতে পারে, সেই তালিকাও নাকি তৈরি। এই মন্তব্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে চাপের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সবশেষে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু লেখেন, সিঙ্গুরে বসছে হীরক রানির দরবার, লোক নেই পাশে। এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে রাজ্য।

ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না

'জয় বাংলা'তেই নতি স্বীকার, বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচয়ের প্রশ্নে বিজেপির বিরুদ্ধে বুধবার তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি সরাসরি দাবি করেন, ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বললেই বাঙালিদের 'বাংলাদেশি' বলে দাগানো হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে বাঙালিদের হেনস্তা, মারধর, আটক, দেশছাড়া এমনকী প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটছে।

অভিষেকের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে তিনি আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, বাঙালিদের উপর নিপীড়ন চালালে গণতান্ত্রিক শক্তির জোরেই অত্যাচারীদের জয় বাংলা বলতে বাধ্য করা হবে। তাঁর দাবি, ভোট এখনও অনেক দূরে থাকলেও রায় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। দুর্গাপুরে কর্মী সম্মেলনে বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি ভাষণের শেষে জয় বাংলা উচ্চারণ করতেই সেই বার্তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তৃণমূল নেতার কটাক্ষ, এটি নিছক সৌজন্য নয়, বরং আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। তাঁর কথায়, এটা শুধু শুরু, খুব শিগগিরই মোদী ও অমিত শাহকেও সেই সুরে কথা বলতে দেখা যাবে। পোস্টের শেষে অভিষেক লেখেন, এটাই বাংলা, এটাই বাঙালির শক্তি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

নিপা আতঙ্ক কাটছে, বিপদমুক্ত পুরুষ নার্স, অন্যজন ভেন্টিলেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্সকে ঘিরে উদ্বেগের মধ্যেই কিছুটা স্বস্তির খবর মিলল। পরপর দু'বার আরটি, পিসিআর পরীক্ষায় নেগেটিভ রিপোর্ট আসায় দু'জন নার্সকে আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে সাধারণ বেডে সরানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের দাবি, স্বাস্থ্য দপ্তরের সবুজ সংকেত মিললে তাঁকে বুধবারই ছুটি দেওয়া হতে পারে।

হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ স্বরূপ পাল বলেন, পুরুষ নার্স এখন পুরোপুরি বিপন্মুক্ত। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তবে মহিলা নার্সের ক্ষেত্রে ছবি এখনও পুরোপুরি বদলায়নি। ভেন্টিলেশনে থাকা ওই নার্সের অবস্থায় সামান্য উন্নতি দেখা গেলেও সংকট কাটেনি। চিকিৎসকদের বক্তব্য, তিনি আগের মতো গভীর কোমায় নেই, উদ্দীপনায় কিছু সাড়া মিলছে; এটাই আশার দিক।

গ্লাসগো কোমা স্কেলের নিরিখে সিস্টারের স্কোর এখনও আশানুরূপ নয়। চোখ খোলা, অঙ্গসঞ্চালনের প্রতিক্রিয়া মিললেও কথা বলার মতো অবস্থায় পৌঁছননি তিনি। বুধবার দিনভর ভেন্টিলেশন ছাড়া রাখার চেষ্টা চলবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এদিকে নিপা সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা কমাতে বাদুড়ের সেরো সার্ভিল্যান্স চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, কয়েকটি বাদুড়ে অ্যান্টিবডি মিললেও সক্রিয় সংক্রমণের প্রমাণ নেই। ফলে মানবদেহে নতুন করে নিপা ছড়ানোর ঝুঁকি আপাতত কম বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

ভোটার তালিকা পরিষ্কারে আতঙ্ক

এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কটাক্ষ মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে হঠাৎ তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিকে সম্পূর্ণ অমূলক বলে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। তার বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ একা নয়; দেশের আরও ১১টি রাজ্যে একই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চলছে। তা সত্ত্বেও বাংলাতেই কেন এত হইচই, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অমিত। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার ভোটার তালিকায় ভুয়ো ও অবৈধ নাম ঢুকে পড়েছে। তার দাবি, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম

ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে একটি বন্দি ভোটব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। শুধু ভোট নয়, এই বেআইনি কাঠামোই নাকি তৃণমূলের অপরাধচক্র টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। এখন সেই অসঙ্গতি সংশোধনের উদ্যোগ শুরু হতেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার, এমনটাই দাবি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে অমিতের পাল্টা বক্তব্য, প্রশাসনিক স্তরে যাঁরা কাজ করছেন, জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিএলও পর্যন্ত; সবাই রাজ্য সরকারের কর্মী। তাঁদের কার্যকলাপ যদি কোথাও সাধারণ মানুষের অসুবিধা তৈরি করে, তবে তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। অমিত মালব্যর কটাক্ষ, একদিকে প্রশাসন চালাবেন, অন্যদিকে সেই প্রশাসনের কাজ নিয়েই কান্নাকাটি; এটা দ্বিচারিতা। তাঁর মতে, আতঙ্ক ছড়ানোর বদলে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত স্বচ্ছভাবে এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা, যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটার তালিকা নিখুঁত হয়।

বইয়ে মগ্ন...। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ছবি।

কুয়াশায় ঢেকে দক্ষিণবঙ্গ, শুষ্ক আবহাওয়ায় ঢিলেঢালা শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া অফিস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত শীতের দাপটের চেয়ে কুয়াশাই বেশি ভোগাবে বাংলাকে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভোর ও সকাল জুড়ে কুয়াশার চাদর পড়বে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় কুয়াশার প্রভাব স্পষ্ট থাকবে। এই তালিকার বাইরে থাকছে না মহানগর কলকাতাও। তবে বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। মাসের শেষের দিকে তা আবার কিছুটা কমতে পারে। তবে খুব বেশি শীত পড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

আবহাওয়াবিদদের বক্তব্য, আগামী অন্তত এক সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। এই মুহূর্তে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, জানাচ্ছে আলিপুর। ফলে চাষবাস থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যাতায়াত; সব ক্ষেত্রেই কুয়াশাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এখনও শীতের কামড় কিছুটা বেশি হলেও সেখানেও ধীরে ধীরে বাড়ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সমতলের জেলাগুলিতে পারদ ঊর্ধ্বমুখী, তবে গোটা উত্তরবঙ্গেই কুয়াশার দাপট অব্যাহত। বিশেষ করে দার্জিলিং ও কোচবিহারে জারি হয়েছে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী; সেখানে পারদ নেমেছিল ১২ ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে ঠান্ডা ছিল কোচবিহার, ১০.৭ ডিগ্রি। দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬.৩ ডিগ্রি। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশ চড়া।

দক্ষিণেশ্বরে সিগন্যালের গোলযোগ, দ্রুত স্বাভাবিক হল ব্লু লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে বুধবার ভোরের দিকে সিগন্যাল ব্যবস্থায় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে স্থানীয় যাত্রীরা কিছুটা দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়াররা তৎপরভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

অস্থায়ী ব্যবস্থায়, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে বরানগর পর্যন্ত পূর্ণ আপ ও ডাউন মেট্রো পরিষেবা চালু রাখা হয়, যাতে যাত্রীদের যাত্রায় বিঘ্ন না ঘটে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ দ্রুত সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর সকাল ৮.৪৬ মিনিটে ব্লু লাইন সহ সম্পূর্ণ রুটে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা পুনরায় চালু হয়। যাত্রীদের নিরাপদ ও সময়মতো যাত্রা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মেট্রো সূত্র জানান হয়েছে, প্রয়োজনীয় সকল রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা এড়াতে আরও প্রযুক্তিগত নজরদারি জোরদার করা হবে।

কলকাতার রাস্তায় নামছে ২০০ সিএনজি বাস, রুট নির্বাচন নিয়ে জোর তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের গণপরিবহণকে আরও পরিবেশবান্ধব করতে কলকাতার রাস্তায় আসতে চলেছে ২০০টি নতুন সিএনজি বাস। পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা ও পরিবহণ নিগমের কাছে চূড়ান্ত রুটের প্রতিবেদন তলব করেছে, যাতে জানা যায় কোন রুটে বাস চালানো সবচেয়ে কার্যকর হবে। সূত্রের খবর, শহরের ব্যস্ততম ব্যবসায়িক এলাকা, জনবহুল আবাসিক অঞ্চল এবং মেট্রো ও রেল স্টেশনের সঙ্গে সংযোগকারী রুটগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া যেখানে বাসের ঘাটতি, যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়; সেই সব রুটও প্রস্তাবের তালিকায় রাখা হবে। পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তা জানালেন, সঠিক রুট নির্বাচনের মাধ্যমে জ্বালানি খরচ কমানো সম্ভব হবে, দূষণও অনেকটাই কমবে। আগামী দিনগুলোয় সমস্ত প্রস্তাব খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নতুন বাসগুলোর প্রথম পর্যায়ে কলকাতা শহর ও শহরতলির পথে নামানো হবে। পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা আশাবাদী, সঠিক রুট নির্বাচনের সঙ্গে সিএনজি বাস চালু হলে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা হবে আরও সুবিধাজনক, দ্রুত এবং পরিবেশবান্ধব।

SOMANY®
TILES | BATHWARE

সোমানি সিরামিক্স লিমিটেড
(রেজি. অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC021114)
একক এবং সম্মিলিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি থেকে সংক্ষেপিত অংশ
ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫

(টাকা: লক্ষে)

বিষয়	একক						সম্মিলিত					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস শেষে		বার্ষিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস শেষে		বার্ষিক সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৬৪,৭২৭	৬৫,৮০৫	৬২,৩২৮	১৮৮,৭১৪	১৮২,৬৭৪	২,৫৬,৯৪২	৬৮,২৩১	৬৮,৫১৬	৬৪,৪৮৬	১৯৭,১৯১	১৮৮,৯৭৭	২,৬৫,৮৭৬
মোট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে করের পূর্ববর্তী মোট লাভ (ক্ষতি)/(ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	২,৯৯৮	৩,০৬২	২,০৩৯	৮,৩১৬	৬,৬৪১	১০,৩২৫	২,৪৫২	১,৮৫৮	১,৯১৯	৫,৪৪৯	৬,২২৫	৮,৭২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	২,৯৯৮	৩,০৬২	২,৯৮১	৮,৩১৬	৭,৫৮৩	১১,২৬৭	২,৪৫২	১,৮৫৮	১,৭১৯	৫,৪৪৯	৬,০২৫	৮,৫২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	২,২২৯	২,২৫৩	২,৩১০	৬,১৫৮	৫,৭২১	৮,৫৬৮	১,৭০১	১,২৩১	৯৬৭	৩,৬৬৭	৩,৯২৭	৫,৭৯৮
সম্পূর্ণ আয়ের সামগ্রিক ফলাফল [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) ও অন্যান্য সামগ্রিক (আয়কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২,২২৯	২,৩২৫	২,৩১০	৬,২৩০	৫,৭০৩	৮,৪৯৬	১,৭০১	১,৩১৬	৯৬৭	৩,৭৫২	৩,৯১১	৫,৭৩০
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)						৭৯,২০৮						৭৬,৩৪৬
শেয়ার প্রতি আয়												
মৌলিক (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) টাকায়	৫.৪৪	৫.৪৯	৫.৬৩	১৫.০২	১৩.৯৫	২০.৮৯	৪.৩৯	৩.৬৫	২.২৬	১০.৫৭	৯.৪৫	১৪.৬৫
ডাইলিউটেড (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) - টাকায়	৫.৪৪	৫.৪৯	৫.৬৩	১৫.০২	১৩.৯৪	২০.৮৯	৪.৩৯	৩.৬৫	২.২৬	১০.৫৭	৯.৪৪	১৪.৬৫

নোট:
১. উপরোক্ত তথ্য হলো ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের সমাপ্তি আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা নিয়মাবলী) বিধিমালা, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) এবং BSE (http://bseindia.com) এবং NSE (http://nseindia.com) স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এছাড়াও নিম্নলিখিত QR কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যাবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ অনুযায়ী ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড (Ind AS) এবং প্রযোজ্য অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ অনুশীলন ও নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬
স্থান: নয়ডা

সোমানি সিরামিক্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে
শ্রীকান্ত সোমানি
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 00021423

সম্পাদকীয়

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে এই বাণিজ্যচুক্তি হতে পারে মাস্টারস্ট্রোক

‘মাদার অফ অল ডিলস্’। এই নামেই এই চুক্তিকে অভিহিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের জন্য খুলে যাবে ইউরোপের দরজা। থাকবে না শুল্কের জুজু। ট্রাম্পের শুল্ক আতঙ্কের মধ্যে একে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী মোদির মাস্টার স্ট্রোক। ২০১৩ সাল স্থগিত হয়ে গিয়েছিল ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য আলোচনা। এরপর সরকার বদলে এল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদি। তারপরই পুনরুদ্ধার করা হয় ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য আলোচনা। যার ফলশ্রুতিতে এই মুক্তবাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিটি দরজা খুলতে ভারত যে আগ্রহী তা বারবার প্রমাণিত। মোদি জমানায় ২০২১ সাল পর্যন্ত ৯টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নয়াদিল্লি। যার মধ্যে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তি একেবারে প্রথমেই থাকছে। চলতি সপ্তাহেই ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান অ্যান্টোনিও কোস্টার সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক শেষে ভারতের বাণিজ্যসচিব জানান, দুই পক্ষই সন্তুষ্ট, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। এরপরই চূড়ান্ত হয় ১৮ বছরের এই সমঝোতা চুক্তি। এর ফলে ৯৬ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত হবে ইউরোপের জন্য। চুক্তির খুঁটিনাটি আইনি সব দিক খতিয়ে দেখে চলতি বছরের শেষেই চুক্তি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবে নয়াদিল্লি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এর বাস্তবায়ন শুরু ২০২৭ সাল থেকে। এখন প্রশ্ন হল, এই চুক্তিতে ভারতের লাভ কতটা? এখানে বলে রাখা ভালো, এই চুক্তি কোনও দেশের সঙ্গে হয়নি। হয়েছে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে। যার মধ্যে রয়েছে মোট ২৭টি দেশ। চুক্তির ফলে এবার ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়বে ইটালি, জার্মানি, সুইডেন, স্পেনের মতো দেশগুলির। ভারত থেকে বাড়বে ফার্মাসিউটিক্যাল, টেক্সটাইল, রাসায়নিক দ্রব্যের রফতানি। ইউরোপের বস্ত্র শিল্পের বাজারে এবার সম্পূর্ণ ডিউটি ফ্রি বাণিজ্য করবে ভারত। স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এবং আইটি প্রফেশনালদের ইউরোপে কাজ করার সুযোগ বাড়তে চলেছে। মার্কিন মুলুকে ভিসা সমস্যার জেরে কর্মসংস্থান যখন প্রায় লাটে উঠেছে, সেই সময় এই পদক্ষেপ সত্যি প্রশংসনীয়।

শব্দছক ৫৬

রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. হাঙ্গামা ৩. দলের প্রধান ৪. বাকী থাকা ৫. সুন্দরবনের আরাধ্যা দেবী ৭. বন্ধ ১০. মৃতদেহ ১২. লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী ১৪. মৃদু-মন্দ বাতাস ১৫. প্রকাশিত ১৬. একটুতেই লজ্জা পায় যে

ওপর-নিচ: ১. দুঃখ-কষ্টে হা হুতাশ ২. সৌন্দর্য ৩. দয়াধারী মহিলা ৬. ধ্বংশ ৮. নিষ্পেষিত ৯. কথা অনুযায়ী ১১. অনর্গল কথা বলা ১৩. কালো হীরে

সমাধান ৫৫ — পাশাপাশি: ১. অভিযোগ ৪. বিলাপ ৬. নুন ৭. টাকরা ৯. বিপথগমন ১১. ধবল ১৪. কুজন ১৬. জনকোলাহল ১৯. মটর ২০. ভাব ২১. জঙ্গল ২২. ষড়ানন

ওপর-নিচ : ১. অনুরোধ ২. ভিন ৩. গটাপ ৪. বিরাগ ৫. পঠন ৮ কথন ৯. বিল ১০. মগজ ১২. বর্জন ১৩. ললাট ১৪. কুল ১৫. নলবন ১৬. জলজ ১৭. কোমল ১৮. হরষ ২০. ভান

আজকের দিন

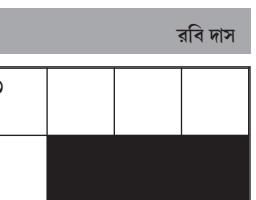

- **১৭৮০** — ইতিহাস এবং তাৎপর্য ভারতীয় সংবাদপত্র দিবস, প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্মের স্মরণে পালিত হয় ।
- **১৮৬১** — কানসাসকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।
- **১৮৮৬** — কার্ল বেঞ্জ তার ‘গ্যাস ইঞ্জিন দ্বারা চালিত গাড়ির’ পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন। পেটেন্ট নম্বর - ৩৭৪৩৫।

জন্মদিন

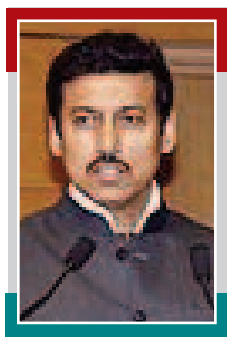

রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর

- ১৯৬১ *বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার জন্মদিন।*
- ১৯৬২ *বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের জন্মদিন।*
- ১৯৭০ *শুটার ও রাজনীতিক রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের জন্মদিন।*

রাজ্যে কমেছে জনসংখ্যার তুলনায় ভোটদাতার অনুপাত

অশোক সেনগুপ্ত

জনসংখ্যার তুলনায় ভোটদাতার অনুপাত (ইলেকটোরাল-পপুলেশন, অর্থাৎ ইপি রেশিয়ো) পশ্চিমবঙ্গে ক্রমেই বেড়ে চলছিল। চলতি এসআইআর-এর পর তা একটু কমেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী এবং ভুয়া ভোটারদের নাম নানাভাবে ভোটার তালিকায় ওঠানো হয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ইপি রেশিয়ো যেখানে ছিল ০.৬০, ২০১২, ‘২০ এবং ‘২৫-এ তা বেড়ে হয় যথাক্রমে ০.৬২, ০.৭০ ও ০.৭৪। চলতি পর্যায়ে তা কমে হয়েছে ০.৬৪। ভোটকর্তাদের মতে, একটা ঐকটা ইতিবাচক লক্ষ্মণ।

কেন চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে এত হইচই? এ প্রসঙ্গে রাজ্যের অতিরিক্ত সিইও দিব্যেন্দু দাস বলেন, প্রতিবারই ভোটার তালিকার সংশোধনী হয়। সেটাকে বলে ‘সামারি রিভিশন’। কিছু ক্ষেত্রে হয় বিশেষ সামারি রিভিশন। তাতে একই ধরণের আবেদনপত্রে সবাইকে তথ্য দাখিল করতে বলা হয়। ওই দাখিল করা পত্রে ভ্রান্ত নানা তথ্য থেকে যায়। এবার আগের ভোটারতালিকা বাতিল করে সেটির ভিত্তিতে এসআইআর করা হচ্ছে। প্রতিটি ভোটারের নাম ও এপিক নম্বর-সম্বলিত পৃথক এনুমারেশন আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছে। এটাই ২০০২-এর সঙ্গে এবারের মূল চরিত্রগত

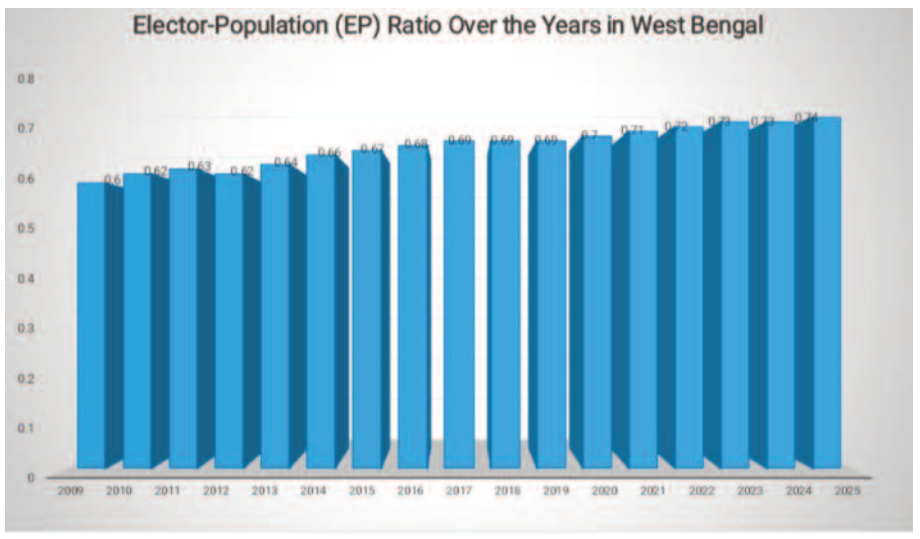

পার্থক্য।

দিব্যেন্দুবাবু বলেন, ২০০২-এ এসআইআর শুরুর সময় ভোটার তালিকায় ছিল মোট ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৪৬ জনের নাম।

মোট ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৫৬ জনের নাম। বাদ দেওয়া হয়েছিল ২৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৩৩ জনের ৫৯০ অর্থাৎ ৫.৯০ শতাংশ ভোটারের নাম। সেবার চূড়ান্ত পর্বে এ রাজ্যে পুরুষ ও মহিলা ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪২৫ জনের নাম। মহিলা ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৮ জন। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় ছিল মোট ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ১২ হাজার ৫১৩ জনের নাম।

২০০৯-এ পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৪১। ২০১৪-তে হয় প্রায় ৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৩২। ‘২৫-এ হয় ১০ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৮৯ জন। ‘২৫-এর জানুয়ারিতে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫ জন। ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন ভোটার হন ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৮৯ জন। ৮ নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন ভোটার হন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৪২ জন। বাদ পড়ে মৃত ভোটার ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩২৯ জন, স্থানান্তরিত ভোটার ২ লক্ষ ২৬ হাজার ১৩৪৪ জন এবং দুজায়গায় নাম থাকা ১৪ হাজার ৯৫১ জন। চলতি এসআইআর-এর প্রথম পর্যায়ে ওই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯টি নাম। কমিশন সূত্রের খবর, স্বচ্ছতার জন্য গত ১৬ ডিসেম্বরের পর এই বিশদ তালিকা রাজ্যের ৮টি স্বীকৃত দলকে দেওয়া হয়েছে। আগের তালিকা থেকে এবার বাদ পড়া নামগুলোর মূল অংশটা মৃত্যুজনিত; ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২টি। দু’জায়গায় নাম থাকায় বাদ পড়েছে ১২ লক্ষ ২০ হাজার ০৩৯টি। স্থায়ী স্থানান্তরের সুবাদে বাদ পড়েছে ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩২৮টি নাম।

কমিশনের দাবি, তালিকা স্বচ্ছ করতে ৬ নম্বর ফর্ম দেওয়া হয়েছে তালিকায় নাম তোলার জন্য। মৃত ও স্থায়ী স্থানান্তরিত নামগুলো বাদ দিতে দেওয়া হয়েছে ৭ নম্বর ফর্ম। আর, নাম/ঠিকানা ভুল থাকলে তার সংশোধনীর জন্য ৮ নম্বর ফর্ম। তালিকা চূড়ান্ত করতে কমিশন বিএলএ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার ৬৮১টি।

সমাজে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

শুভজিৎ মজুমদার

বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগাযোগ, বিনোদন, শিক্ষা-সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব অপরিসীম। তবে এর যেমন ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। ইতিবাচক দিকের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে যোগাযোগের কথা। সামাজিক মাধ্যম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে অনেক সহজ। ফেসবুক, হোটসঅ্যাপের মতো প্লাটফর্ম গুলির মাধ্যমে দেশ বিদেশের যেকোনো প্রান্তে থাকা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায় এবং ছবি, ভিডিও প্রভৃতি আদান-প্রদানও করা যায়। অনেক সময় পুরনো বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যায়। আবার নতুন বন্ধুত্বও তৈরি হয়।

আগে বিনোদনের মাধ্যম বলতে টেলিভিশন, সিনেমা বা রেডিও বোঝানো হতো। কিন্তু এখন স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেটের কল্যাণে বিনোদন হাতের মুঠোয়। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্ট্রাগ্রাম প্রভৃতি মাধ্যমে রিলস,মিম,নাচ,গান,গল্প সবই প্রায় উপলব্ধ। আলাদা করে নির্দিষ্ট সময় বের করতে হয় না। কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে সামাজিক মাধ্যম থেকে বিনোদন নেওয়া যায়।

তবে এর সঠিক ব্যবহার ও সময়ের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি, যাতে সময়ের অপব্যবহার বা আসক্তি না হয়। ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় দেওয়ায় মানুষ অনেক সময় নিজের পরিবার ও বাস্তবের বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠন এবং দ্রুত সচেতনতা ছড়াতে এই মাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর। এখনতো রাজনৈতিক প্রচারের একটি মুখ্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়া। যার জন্য সব রাজনৈতিক দল একে তাদের প্রচারের জন্য ব্যবহার করছে। ইউটিউব, ফেসবুকে অনেক চ্যানেল চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক অজানা সংবাদ মুহূর্তে আমাদের কাছে চলে আসছে। যেকোনো প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা তথ্য এখন টেলিভিশনের আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় নানা গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এদিকে আমাদের সজাগ থাকা উচিত।

বর্তমান সময়ে অনেক ছোট বড় উদ্যোক্তা সামাজিক মাধ্যমে তাদের পণ্যের প্রচার করেন। অনলাইনে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করছেন, যা তাদের আর্থিক উন্নতিতে প্রভাব রাখে।

অজানা কিছু জানার হলে বা শেখার হলে ইউটিউব সার্চ করে তার ভিডিও দেখতে পারি। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের শিক্ষকদের ক্লাস করতে পারছে। নতুন দক্ষতা শেখার ভান্ডার হয়ে উঠেছে এই সামাজিক মাধ্যম।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে নাচ,গান ,ছবি আঁকা ,রান্না প্রভৃতি নানা রকম প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু তারা সেগুলি প্রদর্শনের সুযোগ আগে কখনো পায়নি। সামাজিক মাধ্যম তাদেরকে সেই সুযোগ দিয়েছে। এতে তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে। তবে অনেকে অল্প সময়ে বেশি ভিউ, লাইক বা ফলোয়ার পাওয়ার আশায় কুরুচিপূর্ণ বা অশালীন কনটেন্ট তৈরি করছেন। ভাইরাল হওয়ার প্রবণতা অনেক সময়ই শালীনতার সীমা পার করে দিচ্ছে, যা সুস্থ সংস্কৃতির পরিচয় নয়।

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কখনো নিজের ব্যক্তিগত তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করা, যাতে পরবর্তীতে কোন বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়। বর্তমানে কোথায় আছেন বা কোথায় যাচ্ছেন-তা রিয়েল টাইম পোস্ট না করাই ভালো। এটি চোর বা দুষ্কৃতীদের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় সামাজিক মাধ্যম আমাদের জীবনযাত্রা যেমন সহজ করেছে, সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তেমনি আবার কিছু চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। তাই এটি আমাদের উপকারে আসবে নাকি ক্ষতি করবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমরা এর ব্যবহার কিভাবে করছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: উন্নয়নের উল্লাস, নাকি কর্মসংস্থানের অন্তর্লীন সংকট

শেক্সপিয়ার মালিতা

সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস কখনও সরলরৈখিক নয়। মানবসভ্যতা যতবারই নতুন কোনো প্রযুক্তিগত দিগন্তে পৌঁছেছে, ততবারই তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনিশ্চয়তা, ভয় ও প্রতিরোধের এক দীর্ঘ পথ। চাকা আবিষ্কার যেমন মানুষের চলাচল বদলে দিয়েছিল, তেমনই প্রতিটি যুগান্তকারী প্রযুক্তি মানুষের শ্রম, পেশা ও সামাজিক কাঠামোর উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে। বৈদিক আহ্বান ‘চরৈবেতি চরৈবেতি’;অর্থাৎ এগিয়ে চলো;এই দর্শনেই মানুষ বারবার ঝুঁকি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, অগ্রগতির এই দৌড়ে সবাই কি সমানভাবে সামিল হতে পারছে?

শিল্পবিপ্লবের সময় হস্তশিল্প ধ্বংসের আশঙ্কা যেমন শ্রমিকদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তেমনই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কম্পিউটারাইজেশন ভারতের শ্রমবাজারে গভীর উৎকণ্ঠা তৈরি করেছিল। আজ সেই উৎকণ্ঠার নতুন নাম;কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। এটি কেবল একটি প্রযুক্তি নয়; এটি এমন এক পরিবর্তনশীল শক্তি, যা মানুষের চিন্তা, সিদ্ধান্ত এবং শ্রমের চরিত্রকেই নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।

এআই-এর উপস্থিতি এখন আর পরীক্ষাগারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগতকৃত শেখার পদ্ধতি, সাংবাদিকতায় ডেটা বিশ্লেষণ ও কনটেন্ট প্রস্তুত;প্রায় সর্বত্রই এআই প্রবেশ করেছে। ফলে বহু ক্ষেত্রে মানুষের কাজ দ্রুত, নিখুঁত ও সাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে এক গভীর সামাজিক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে;এই দক্ষতা বৃদ্ধির মূল্য কে দিচ্ছে?

নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছে, এআই-এর বিস্তারের ফলে ভারতে প্রতিদিন গড়ে শত শত কর্মী কাজ হারাচ্ছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, উপযুক্ত নীতিগত হস্তক্ষেপ না হলে ২০৩১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ স্থায়ীভাবে কর্মহীন হয়ে পড়তে পারেন। উদ্বেগের বিষয় এই যে, এই সম্ভাব্য বেকারত্ব মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিষেবা ক্ষেত্রের দক্ষ কর্মীদের মধ্যেই বেশি দেখা দেবে। অর্থাৎ, তথাকথিত ‘হোয়াইট কলার’ নিরাপত্তার ধারণাটিও ভেঙে পড়ছে।

এই পরিস্থিতিকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট;যেখানে কাজ আছে, কিন্তু সেই কাজ করার মতো দক্ষ মানুষ বাজারে নেই। একদিকে এআই পুরোনো পেশাগুলিকে অচল করে দিচ্ছে, অন্যদিকে নতুন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সেই গতিতে রূপান্তরিত হয়নি। ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে এই ব্যবধান সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রযুক্তিকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। একসময় পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার-বিরোধিতার রাজনীতি থাকলেও পরবর্তীকালে সেই কম্পিউটার শিক্ষাই এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এআই-এর ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি হওয়া উচিত নয়;এটি গ্রহণ করব কি না; প্রশ্ন হওয়া উচিত;কীভাবে গ্রহণ করব এবং কাদের স্বার্থে গ্রহণ করব।

এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এআই-নির্ভর অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। স্কুল স্তর থেকেই এআই ও ডিজিটাল চিন্তনের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ও শিল্প-সংযুক্ত পাঠ্যক্রম চালু করা এবং কর্মরত কর্মীদের জন্য নিয়মিত রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিং;এই তিনটি স্তম্ভের উপরই ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নির্ভর করবে। শুধুমাত্র প্রযুক্তি আমদানি বা স্টার্টআপ উৎসাহিত করলেই হবে না; মানবসম্পদকে সেই প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

এআই নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু হাতিয়ার কখনও নৈতিকতা নির্ধারণ করে না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য, কোনটা নয়;এই বিচার মানুষেরই করতে হয়। তাই এআই-এর ব্যবহার হতে হবে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায় এবং গণতান্ত্রিক স্বার্থের অধীনে। প্রযুক্তি যদি মানুষের মর্যাদা ও জীবিকা কেড়ে নেয়, তবে সেই অগ্রগতি আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যাবে। অন্যথায়, উন্নয়নের এই উল্লাস একদিন উদ্বেগ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের ভাষায় রূপ নেবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের ভবিষ্যৎ;কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ যেন মানুষের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, সেটাই আজকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

বই-বিচিত্রা

এবারের ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হতে চলেছে চিত্রনাট্যকার, পরিচালক সৌমিত্রি শংকর ঘোষের প্রথম উপন্যাস ক্ষত। এটি একটি ক্রাইম থ্রিলার। যার শুরু ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাচি থেকে আর ব্যাপ্তি গয়া, খড়গপুর, দিল্লী হয়ে রাজস্থানের জয়সলমীর অবধি। এই ক্রাইম থ্রিলারের প্রধান চরিত্র আই পি এস অফিসার মানভী বাজওয়া চ্যাটার্জি নামের এক মহিলা। যাকে তার ডিপার্টমেন্ট ডাকে ‘ফিয়ারলেস বাজওয়া’ নামে।

প্রকাশক: বুকলুক পাবলিশিং
প্রচ্ছদ: ঋদ্ধিরাজ পালিত
মূল্য:২৯৯ টাকা

চটাবাসর ৩

বরফের প্রায় ৪ হাজার ফুট নিচে নদী, জঙ্গলের খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা। ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বছর আগে অ্যান্টার্কটিকার অনেকটা অংশে নদী বইত। ছিল গহন জঙ্গল। গন্ডোয়ানা ল্যান্ড যখন ভেঙে যায় তখন ওই জমি ক্রমশ অ্যান্টার্কটিকার দিকে গিয়ে বরফের চাদরে ঢাকা পড়তে থাকে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র না পেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কিষাণ জাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল মালদা জেলা কিষাণ জাতি সেবা সমিতির কর্মকর্তারা। তাঁদের দাবি, মালদায় প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কিষাণ জাতির বসবাস। কিন্তু তাঁদের তপশিলি উপজাতি শংসাপত্র দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিষাণ জাতিকে শুধুই ব্যবহার করে গিয়েছে তৃণমূল। তাই তারা ঠিক করেছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মালদায় ৪টি বিধানসভা আসন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর জন্য যতদূর যেতে হয় যাবে। বুধবার মালদা প্রেস কর্ণারে এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন সংগঠনের সম্পাদক আশিস মণ্ডল। এদিন কিষাণ জাতির নেতারা সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী এবং রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা

করেন। মালদা জেলায় মানিকচক, মোথাবাড়ি, রতুয়া, বৈষ্ণবনগর এই ৪ বিধানসভায় কিষাণ জাতির প্রভাব রয়েছে বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সম্পাদক আশিস মণ্ডল বলেন, 'এই শংসাপত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই গড়িমসি করছে সরকার। অথচ মালদায় প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কিষাণ জাতির বসবাস। কিষাণ জাতির নেতারা সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মালদা জেলায় মানিকচক, মোথাবাড়ি, রতুয়া, বৈষ্ণবনগর এই চারটি বিধানসভায় কিষাণ জাতির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার বিভিন্নভাবে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য কোনও কাজ করেনি। তাদেরকে বিভিন্ন সুবিধার দিক থেকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে।' যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'কিষাণ জাতির সদস্যরা তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র চাইছেন। এই শংসাপত্র রাজ্য সরকারের দেওয়ার এক্তিয়ার নেই। এটা দেয় কেন্দ্র। মালদায় বিজেপি সাংসদ থেকে একাধিক বিধায়ক রয়েছে। তাঁরা কেন দিল্লিতে গিয়ে এনাদের জন্য আবেদন করছেন না।' অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাস বলেন, 'এই কিষাণ জাতির ভোট নিয়ে উপহাস করেছে তৃণমূল। তাই এতদিনে ওদের চোখ খুলেছে। ওনারা বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না।'

শুধুমাত্র ভোটের জন্য, সব ঢপবাজির শিলান্যাস: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের কমল মেলার উদ্বোধনে গিয়ে বিস্ফোরক রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য কোনও জমি অধিগ্রহণ হয়নি, কোনও টেন্ডার হয়নি, কোনও ওয়ার্ক অর্ডার হয়নি। শুধু ভোটের জন্য শিলান্যাস হচ্ছে। সব ঢপবাজির শিলান্যাস।'

অন্যদিকে, সিঙ্গুর প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সভায় জনজোয়ারে ভীত তৃণমূল। সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক জনসভায় বলেছেন এই রাজ্যের শিল্প বা বিনিয়োগ তখনই সম্ভব, যখন এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।' প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি টেনেই শুভেন্দু বলেন, 'সিঙ্গুরকে শ্মশানে পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ পর্যন্ত কোনও শিল্প হয়নি। টাটাদের কারখানা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখান থেকে তাড়িয়েছেন মাথায় ট্রিগার ঠেকিয়ে। এটা আমার কথা নয় তথ্য তাই বলে। তাই রতন টাটা গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির কাছে গিয়ে এই শিল্প করেন। ৬,৮৮৮টি বিনিয়োগকারী শিল্প ফিরে চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী সভার এক সপ্তাহের পর এখন তিনি সিঙ্গুরে যাচ্ছেন বাংলার বাড়ি প্রকল্প নিয়ে। ২০১৫ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছয় কোটি গ্রামীণ বা রুরাল বাড়ি তৈরি হয়েছে।' এছাড়াও এদিন রাজ্যে সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্ঘটনা নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় নিন্দা জানান শুভেন্দু অধিকারী। দমকল মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন তিনি। তিনি এও বলেন, 'এত কাছে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটার পরেও মুখ্যমন্ত্রী একবারও কোনও উদ্যোগ নেননি। উপরন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসব বিভিন্ন সমাবেশ করে গেছেন। বছরের পর বছর ভোটের সময় ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান নিয়ে শুধু রাজনীতি করা হয়।'

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: +৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
দেখুন: www.gptinfra.in
ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

নোটিশ

নথিভুক্তির তারিখ এবং দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড ঘোষণা

কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের **২৮ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির প্রতিটি প্রাথমিক মূল্য ইক্যুইটি শেয়ারের (১০ টাকা প্রতিটি) জন্য ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের জন্য **৭.৫ শতাংশ হারে (প্রতিটি শেয়ারে ০.৭৫ টাকা)** দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন ডিভিডেন্ড বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রদান করা হবে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে নথিভুক্তির তারিখ **মঙ্গলবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** অনুযায়ী যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিজ এর নথিতে শেয়ারের সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে সাপেক্ষে।
উক্ত তথ্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.gptinfra.in) এবং কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) পাওয়া যাবে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
মেম নং - ৪১৩৫৮
তারিখ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
স্থান: কলকাতা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শিবদুর্গা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U51909WB1985PTC038357) একটি কোম্পানি ১৯৫৬/২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে গঠিত এবং নথিভুক্ত এনবিএফসি (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি) রেজিস্ট্রিকৃত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেজিস্টার্ড অফিস- পি-২, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৭৩, এর নাম আউরিয়াস ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড পরিবর্তিত হয়েছে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে, কোম্পানি রেজিস্ট্রার - সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, কর্তৃক ইস্যুকরা সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন অনুযায়ী। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট নাম পরিবর্তনের বিষয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম পরিবর্তনের পরেও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোনও আইনি প্রতিবন্ধকতা থাকছে না সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, দায়বদ্ধতা, চুক্তি, অঙ্গীকার, সম্পদ এবং দায় নতুন নামের ক্ষেত্রে। সংশ্লিষ্ট সকল লেনদেন, আইনি প্রক্রিয়া, এবং কোম্পানি দায় যথারীতি চলবে বৈধভাবে এবং তা কার্যকর হবে আউরিয়াস ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য ইস্যুকৃত।

আউরিয়াস ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে
(পূর্বতন শিবদুর্গা ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড)
অঙ্কিত অসিত সাংভি (ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
স্থান : কলকাতা

উত্তরপাড়ায় তৃণমূলকে আক্রমণ দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বুধবার সন্ধেবেলা হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা ব্লাইন্ড স্কুল মাঠে আসেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ও মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, 'সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় সাধারণ মানুষ আসেনি। সবজিওয়ালা টোটোওয়ালা এবং বেশি করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আনা হয়েছে। এখন আর সাধারণ মানুষ আসতে চায় না। তার কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সবাই বুঝে গিয়েছে। উনি হচ্ছেন এক নম্বরের মিথ্যাবাদী।' যুব সমাজের উদ্দেশ্যে দিলীপ বলেন, '১৫ বছরে কতজনকে চাকরি দিয়েছেন, কেউ চাকরি পায়নি। অথচ কেন্দ্র প্রচুর মানুষকে চাকরি দিয়েছে।' এসআইআর প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এসআইআরের শুনানিতে প্রচুর লোক ডাক পাচ্ছেন। বিএলও, ইআরও এগুলো কাদের লোক সবই তো দিদিমনির লোক। খালি ভুয়া ভোটার ঢোকাচ্ছে বাধা দিতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেস মারধর করছে আর নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিচ্ছে। বেশি দিন চলবে না এসব।' শিল্প এবং শিক্ষা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে কেউ ভারী শিল্প করতে আসবে না। এত দাদাগিরি, তোলাবাজি এসব যতদিন না বন্ধ হবে। অন্য রাজ্যে এসব নেই। এখানে মেয়েদের কোনও নিরাপত্তা নেই। বাংলা স্কুলগুলো উঠে যাচ্ছে, ইংরেজি স্কুলের ছড়াছড়ি। দিদি বলছেন মহিলাদের নাড়ু বানাতে তার মানে বুঝতে পারছেন উনি কি বোঝাতে চাইছেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলি এবার পাল্টানো দরকার।'

সিদুলিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

মাথা ফাটল বিজেপির মণ্ডল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ২০২৬-এ ভোটের আগেই দু'দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। আর এরই মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী ও মন্ডল সভাপতিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তীর শাসকদল তৃণমূলের দিকে। মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে।

এরপর মঙ্গলবার রাতে রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্ডালের সিদুলি এলাকায় এক বিজেপি মন্ডল সভাপতিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখানেও অভিযোগের তীর সেই শাসকদলের দিকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির জেলা নেতা অরিজিৎ রায়। তিনি বলেন, বুধবার রানিগঞ্জ শহরে তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের একটা সভা রয়েছে। আর সেই কারণেই তাদের দলের কর্মী, সমর্থকরা এলাকায় প্রচার-প্রসার চালাচ্ছেন। আর সেই জন্যই বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে নীতিন নবীনের সভাকে বানচাল করতে তৃণমূলের এক শ্রেণির দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তিনি পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শীঘ্রই এই ধরনের দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। যদিও রাতের ঘটনার ফলে উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এই ব্যাপারে শাসক দলের তরফে জেলা যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াসি তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, রাতের অন্ধকারে কী ঘটনা ঘটেছে তার জানা নেই। তবে এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, এমনিতেই বিজেপির শেষ অবস্থা, নিশ্চয়ই বিজেপির দলের মধ্যে কোনও দলীয় কোন্দলের কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে!

শুনানিতে খাদ্য দপ্তরের সই, স্ট্যাম্প বসানো ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: এসআইআর শুনানিতে এইআরও-এর স্ট্যাম্প ও সই কেটে খাদ্য দপ্তরের স্ট্যাম্প মেরে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। পরে শুনানি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। শুনানি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলে শুনানি আবার শুরু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার ঈশ্বরী গাছা এফপি স্কুলে।

বুধবার বাদুড়িয়ার ঈশ্বরী গাছা এফপি স্কুলে শুনানি কেন্দ্রে আসেন এলাকার বহু মানুষ। অভিযোগ ওঠে, সেখানে রিসিভ কপিতে এইআরও-এর সই এবং স্ট্যাম্প কেটে দিয়ে নতুন করে খাদ্য দপ্তরের সই, স্ট্যাম্প বসানো হচ্ছিল। আর এই ঘটনা মানতে পারেনি শুনানি কেন্দ্রে আসা ভোটাররা। তৈরি হয় উত্তেজনা। বারবার সংশোধন করার কথা বললেও, সংশোধন না করায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয় শুনানি কেন্দ্রে। এবং উত্তেজনার কারণে প্রথমে শুনানি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই স্ট্যাম্প ও সই করতে রাজি হওয়াতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি

মামলা নং আরসি/৮৮/২০২৩
নিম্নোক্ত সম্পর্কিত
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী উত্তম কুমার ঘটক (প্রয়াত) এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

উল্লিখিত মামলা নং অনুযায়ী নির্দেশিত পরিমাণ উশুলের জন্য "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে ওয়েবপোর্টাল https:/drt.auctiontiger.Net মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত সম্পত্তি বিক্রি করা হবে।

সম্পত্তির বিবরণ :
বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০.২৫ একর কমবেশি এবং সমুদয় তিনতলা তিনতলা ভবনে এবং এক গ্যারাজ একতলায় ভবনের এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত মৌজা গড় বহরমপুর, দাগ নং ৭৮০/২২৬৪, খতিয়ান নং ৪৯৭, জেএল নং ৯১, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০.০৪ একর কমবেশি, তদস্থিত ভগ্নদশা দোতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৭৫, পিলখানা রোড, মৌজা গড় বহরমপুর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৭১/২২৩২, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৬, এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৮, জেএল নং ৯১, তৌজি নং ৩২৭২, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, গ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০.০৫ একর কমবেশি, তদস্থিত ভগ্নদশা দোতলা ভবন হোল্ডিং নং ৭৬, পিলখানা রোড, মৌজা গড় বহরমপুর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৭১/২২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৬, এলআর খতিয়ান নং ২৮১৭, জেএল নং ৯১, তৌজি নং ৩২৭২, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, মূল আবেদনে বিবরণ অনুযায়ী।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
২ মার্চ ২০২৬, বিকাল ৩টা (বিকাল ৩টা) থেকে বিকাল ৪টা (বিকাল ৪টা) পর্যন্ত, ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম http://drt.auctiontiger.net-এ বিক্রয় পরিচালিত না হওয়া পর্যন্ত, স্বয়ংক্রিয় সময় ৫ (পাঁচ) মিনিট বৃদ্ধি সহ। **সংরক্ষিত মূল্য সংরক্ষিত মূল্য ২৯,৫৯,০০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ উনষাট হাজার টাকা)** নির্ধারণ করা হয়েছে।
(খ) বায়না জমা : ইএমডি ২,৯৫,৯০০ টাকা (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শ টাকা)। আগ্রহী ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফট পে অর্ডার / এনইএফটি / আরটিজিএস / তহবিল ভারতের স্টেট ব্যাংকের নিম্নলিখিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
ব্যাংকের নাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া।
শাখার ঠিকানা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বহরমপুর শাখা, ১৫ ইস্ট স্কোয়ার রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১।
অ্যাকাউন্টের নাম সাবসিডি ইনওয়ার্ড রেমিট। **অ্যাকাউন্টের ধরণ** বিজিএল
অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪৮৯৭৯৩২০০০৩৪৮, **আইএফএসসি কোড** SBIN0000034।
ব্যাংকের অফিসিয়াল যোগাযোগ শ্রী অনির্বাণ সরকার (চিফ ম্যানেজার) **(মোবাইল ৮০০১১৯৪৩০০ | ইমেল sbi.00034@sbi.co.in) ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।**
(গ) **দর বৃদ্ধি** বিক্রয়ের জন্য দর বৃদ্ধির মূল্য **১০০০০/- (দশ হাজার টাকা) বা তার গুণিতকে নির্ধারণ করা হয়েছে।**
(ঘ) দরপত্র নিবন্ধন এবং জমাদান অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের অবশ্যই ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের মধ্যে বিকাল ৪টার মধ্যে ঋণ আদায় ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেভক রোড, শিলিগুড়ির অফিসে বিক্রয় ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরিত এবং পূরণকৃত অ্যানেক্সার-১ এবং ২ জমা দিতে হবে। **পাশাপাশি নিবন্ধনের জন্য সহায়ক নথি এবং ইএমডির প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতারা লগ ইন করে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।**
তবে, দরপত্রদাতাদের উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং পূরণকৃত বিড ফর্ম, পিডিএফ ফর্ম্যাটে ঘোষণা এবং ইএমডির প্রমাণপত্র সহ পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার কাছে তার অফিসিয়াল ই-মেইল আইডি kapilsoibia@gmail.com-এ জমা দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের মধ্যে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধিত গ্রাহক/ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশাবলী সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি পাঠানো হবে।
বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ এবং শর্তাবলী **https:drt.auctiontiger.net** ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিক্রয় ঘোষণাপত্রে পাওয়া যাবে।
কার্যদিবসে **ব্যাংকের অফিসিয়াল যোগাযোগ শ্রী অনির্বাণ সরকার (চিফ ম্যানেজার), (মোবাইল ৮০০১১৯৪৩০০ | ইমেল sbi.00034@sbi.co.in)** এর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।

স্বা/-
(শোহিবাম কপিল সিং)
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

রাজ্যে ১৮২টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি: হুমায়ুন

খড়গপুরে জেইউপি-র অফিস উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: খড়গপুরে জনতা উন্নয়ন পার্টির কার্যালয় উদ্বোধন করার পর রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন হুমায়ুন কবির। বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের রাজপুরাতে জনতা উন্নয়ন পার্টির (জেইউপি) দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন দলের প্রধান হুমায়ুন কবির। এদিন সকালে তিনি সাহাচক এলাকা থেকে একটি মিছিল করেন। মিছিল শেষে রাজপুরাতে ফিতে কেটে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। কার্যালয় উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন হুমায়ুন কবির। সম্প্রতি অজিত পাওয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন হুমায়ুন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির জানান, 'রাজ্যের মোট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৮২টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে জনতা উন্নয়ন পার্টি। এর মধ্যে খড়্গপুর সদর ও খড়্গপুর গ্রামীণ আসনও রয়েছে। কোন কোন আসনে কীভাবে জোট হবে, তা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে।' জোট প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'যারা বিজেপিকে দূরে রাখতে চায় এবং দুর্নীতিতে

নিমজ্জিত তৃণমূল সরকারকে সরাতে এগিয়ে আসবে, তাদের সঙ্গেই আমরা জোট করব।'

তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে হুমায়ুন বলেন, 'আমরা যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের কাছে যাচ্ছি, তখন পিসি-ভাইপোর ঘুম উড়ে যাচ্ছে। আমাদের গদ্দার বলা হচ্ছে। অথচ একসময় মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীই হুমায়ুন কবিরকে 'স্ট্রং ম্যান' সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আজ পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বললেই আমাদের পোকামাকড়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।' আনন্দপুরের মৃত্যু মিছিল নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'ঘটনার পরেও মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে যাননি। নাটক করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষা করেন। দু'মাস পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে উল্টো-পাল্টা ব্যাখ্যা দেন। এটাই তাঁর শিষ্টাচারে পরিণত হয়েছে।'

ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন জেইউপি প্রধান। তিনি বলেন, '২৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট প্রকাশের কথা থাকলেও আমার আশঙ্কা, সেই তারিখেও তা সম্ভব হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে ভোটার তালিকা প্রকাশ না হলে ভোট হবে না এবং বাংলায় সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ৩৫৬ ধারা জারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' সিঙ্গুর প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে সর্ষের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। আজ পর্যন্ত সেখানে কোনও ফসল হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য কিছু খরচ করে এলাকা সাজানো হয়েছিল। তার পাল্টা জবাব দিতেই আজ মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুরে গিয়েছেন।'

মনিরুল ইসলাম প্রসঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন মেরুদণ্ড সোজা করে কাজ করতে পারে না। অসীম সরকার কুরআন নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক সরে যাচ্ছে বুঝেই মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারছে না প্রশাসন। বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর নেই।' সব মিলিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে একের পর এক আক্রমণ শানালেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবির।

আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে জেলা পুলিশের মিনি ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং আউশগ্রাম থানার সহযোগিতায় প্রথমবার জেলা শহরের বাইরে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলা পুলিশের মিনি ম্যারাথন দৌড়। আগামী ৩১ জানুয়ারি, সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে আউশগ্রামের কালিকাপুর রাজবাড়ির মাঠ থেকে শুরু হবে এই দৌড় প্রতিযোগিতা। ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দৌড়টি শেষ হবে ছোড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে বারাসাতের বইমেলার মাঠে।

এই নজিরবিহীন উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। তাঁদের মতে, জঙ্গলমহলের প্রান্তিক এলাকায় এমন বড় আয়োজন শুধু খেলাধুলার প্রসারই নয়, এলাকার পরিচিতিও বাড়াবে। জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে স্থানীয় যুবসমাজের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। দৌড় প্রতিযোগিতাকে আরও বর্ণাঢ্য করে তুলতে এগিয়ে এসেছেন এলাকার পরিচিত শিল্পী রাখি মণ্ডল। তিনি নিজের একটি টিম নিয়ে ম্যারাথন উপলক্ষে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা আলপনায় সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। শিল্পী রাখি মণ্ডলের নেতৃত্বে এএসআই নূর মহম্মদ-সহ অনেকে ইতিমধ্যেই আলপনা আঁকার কাজ শুরু করেছেন।

এই প্রসঙ্গে শিল্পী রাখী মণ্ডল জানান, 'এই উদ্যোগে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আউশগ্রাম থানার আইসি শান্তনু অধিকারী, ডিএসপি সুব্রত মণ্ডল এবং ছোড়া ফাঁড়ির ওসি রাহুল দাস। তাঁদের সহযোগিতায় আমরা এই আলপনার কাজ করতে পারছি।'

হারের মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ফের বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। বর্ধমান, দুর্গাপুর লোকসভা আসনে হারের জন্য দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই দায়ী করলেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, মেদিনীপুরে পাঁচ বছর ধরে মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করলেও খুব কম সময়ের মধ্যে বর্ধমান, দুর্গাপুরে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল, যার ফলে সংগঠনের ঘাটতি কাটানো সম্ভব হয়নি। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার থেকে গান্ধী মোড় পর্যন্ত মর্নিং ওয়াকের পর চা চক্রে অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

দারিদ্র্য আর সংগ্রাম পেরিয়ে ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিতে স্বপ্নপূরণ শ্রাবণী মুর্মুর

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগের মাটি আজ গর্বে ভিজে। যে মাটি বহু লড়াইয়ের সাক্ষী, সেই মাটি থেকেই উঠে এসেছে এক সংগ্রামী কন্যা শ্রাবণী মুর্মু। ট্রাক চালক বাবার মেয়ে, দরিদ্র আদিবাসী পরিবারের সন্তান হয়েও আজ তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের ফুটবলার। আরামবাগবাসীর কাছে শ্রাবণী আজ শুধু একজন খেলোয়াড় নন, তিনি স্বপ্ন দেখার সাহস। আরামবাগের এক নম্বর ওয়ার্ডের বৃন্দাবনপুর এলাকার বাসিন্দা শ্রাবণী চার ভাই-বোনের মধ্যে একজন। সংসারের টানাপোড়েন, অভাবের মধ্যেও পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী শ্রাবণীর জীবন কখনও সহজ ছিল না। অনেক সময় অনুশীলনে যাওয়ার জন্য জুতো কেনার টাকাও ছিল না, তবুও মাঠ ছাড়া হননি তিনি। আরামবাগের বিশালক্ষ্মী মাতা ফুটবল কোচিং

ক্যাম্পেই তাঁর ফুটবল জীবনের শুরু। সেখানেই কোচ অভিজিৎ দে-র নজরে আসেন তিনি। কোচের হাত ধরেই ফুটবলে পথচলা শুরু। দিনের পর দিন কঠোর অনুশীলন, শৃঙ্খলা আর আত্মবিশ্বাসে নিজের জায়গা তৈরি করেন শ্রাবণী। আজ সেই কোচ গর্বের সঙ্গে বলেন, 'ও শুধু ভালো খেলোয়াড় নয়, ভীষণ মানসিকভাবে শক্ত। ওর লড়াইটাই ওকে বড় করেছে।'

নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রমের জোরে শ্রাবণী সুযোগ পান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সিনিয়র দলে খেলার। শুধু রাজ্যের মাঠেই নয়, দেশের বাইরেও তিনি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কম্বোডিয়া, চায়না ও নেপালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সাফ ফুটবল কাপে শ্রাবণী স্টাইকার হিসাবে যোগ দেন। সাফ কাপ জেতে তারা। প্রত্যন্ত মফসসলের মেয়ের পা ছুঁয়ে আজ আন্তর্জাতিক মাঠ এই পথচলা সহজ ছিল না।

এদিন শ্রাবণীর সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেন আরামবাগের প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি তারক ঘোষ। তিনি বলেন, 'শ্রাবণী আমাদের সমাজকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। আদিবাসী ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাও সুযোগ পেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে ও তার প্রমাণ।' আরামবাগবাসীর কাছে শ্রাবণী মুর্মু আজ এক অনুপ্রেরণা। তাঁর সাফল্য নতুন প্রজন্মের মেয়েদের স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছে। ফুটবলের মাঠে তাঁর লড়াই যেন বলে দেয়, দারিদ্র্য কোনও বাধা নয়, হার মানতে না জানলেই সাফল্য আসে। এই বিষয়ে শ্রাবণী বলে, 'পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল খেলতে খুব ভালো লাগে। আন্তর্জাতিক স্তরেও খেলেছি। এখন ইস্টবেঙ্গলে খেলছি। অভিজিৎ দে আমার প্রথম কোচ। ২৬ শে জানুয়ারি সংবর্ধনা পেয়ে আমি খুব খুশি।' সবমিলিয়ে আজ ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিতে মাঠে নামা শ্রাবণী মুর্মু সত্যিই আরামবাগের মেয়ে ফুটবলার, যাঁর গল্প সংগ্রাম থেকে গর্বের।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩,
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV
(রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শেখ জাকির হোসেন (ঋণগ্রহীতা) এবং শেখ আবুল হোসেন (সহ ঋণগ্রহীতা)** ১৮৪৬৬৭৫১০০০০০৩৬৫	১. ২৪.১০.২০২৫ ২. ২৮.০১.২০২৬ ৩. **৭,২১,২২৯.৩৫ টাকা** (সাত লাখ একুশ হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ২৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ১০.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত বিক্রয় দলিল নং ২২৮৬, তারিখ ২২.০৭.২০০৩, বিক্রয় দলিল নং ২২৮৭ তারিখ ২২.০৭.২০০৩ এবং বিক্রয় দলিল নং ০৩৮৪৫ তারিখ ২৮.০৬.২০১০ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ ১২ শতক তদস্থিত বসবাসের ভবন, অবস্থিত জেলা -হুগলি, থানা গোঘাট, মৌজা গড় মান্দারণ, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৮, প্লট নং ২০১২/২৩৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২১৫৭, মান্দারন গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ, **চৌহদ্দি : পূর্বে :** আবুল হোসেনের জমি। **পশ্চিমে :** সিরাজ হোসেনের জমি। **উত্তরে:** আজিয়ার হোসেনের জমি এবং একই প্লট। **দক্ষিণে :** নবকুমার দাসের জমি।
২	**শ্রী পীযূষ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা রানি ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা)** ০৪২০৬৭৫১০০০০১৬৬৩ এবং ০৪২০৬৭৫১০০০০১৬৭০	১. ৩১.১০.২০২৫ ২. ২৮.০১.২০২৬ ৩. **৬৩০৬৫৫.৪৫ টাকা** (ছয় লাখ তিরিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) **০৯.০৮.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া ১০.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েত থানা গড়বেতা, মৌজা দুর্লভগঞ্জ, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, -৭২১২৫৩, জেলে নং ৪৬৫, আরএস খতিয়ান নং ১৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২১৯/৩, নিউ এলআর খতিয়ান নং ৫৯৮, আরএস প্লট নং ২১৩/৪৮৩, এলআর প্লট নং ৮০১, জমির শ্রেণি - বাস্তু, প্রস্তাবিত দোতলা বসবাসের ভবন উক্ত জমিতে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সজল ঘোষের বাস্তু জমি। **দক্ষিণে :** জগন্নাথ দত্ত এর বাস্তু জমি। **পূর্বে :** নং ৬ পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমে :** অচিন ঘোষ এবং অমিত ঘোষের ভবন।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ভগবানগোলায় একই পরিবারের চার জনের রহস্যমৃত্যু

ঝুলন্ত স্বামী, মা ও দুই মেয়ের গলা কাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভগবানগোলা: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার মা ও দুই মেয়ের গলা কাটা দেহ। ওই ঘর থেকেই মৃতের স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ চার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভগবানগোলা থানার প্রায়নগর আমবাগান বাজার এলাকায়। মৃতদের নাম মানিক ব্যাপারী (৪৫), তাঁর স্ত্রী দোলা ব্যাপারী (৩৮), দুই মেয়ে তানহা ব্যাপারী (১৪) ও মায়েসা ব্যাপারী(৬)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রী ও দুই মেয়ের গলাকেটে খুন করে নিজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন মানিক ব্যাপারী। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। উঠে আসছে একাধিক কারণ।

পুলিশের অনুমান, ঋণে জড়িয়ে যাওয়ায় এই ঘটনা হতে পারে। স্থানীয় সূত্রে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তত্ত্বও উঠে আসছে। তবে খুন ও আত্মহত্যার কারণ নিয়ে এখনও পুলিশের ধন্দ কাটেনি। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। খুন ও আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটনা কবে ঘটেছে ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে।'

পেশায় ফল ব্যবসায়ী মানিক ব্যাপারীর আসল বাড়ি নদিয়া জেলায়। তবে তিনি দীর্ঘদিন ভগবানগোলায় আমবাগান এলাকায় থাকতেন। নীচে বাজার এবং তার উপর বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। প্রতিবেশী ও স্থানীয় মানুষের দাবি, মানিকবাবু খুবই শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কারও সঙ্গে কোনও খারাপ সম্পর্ক ছিল না। এমন স্বভাবের মানুষ দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন শুনেই সকলে অবাক হচ্ছেন। মানিকবাবুর দোকানের পাশের ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় হতভম্ভ। তবে দু'দিন তাঁরা মানিকবাবুকে দেখেননি বলেই জানিয়েছেন। এদিন সকালে ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করায় এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। মানিকবাবুর বাড়ি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। এলাকার মানুষ থানায় খবর দেন। বেলা ১২টা নাগাদ পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন চাপ চাপ রক্তে ভরে রয়েছে ঘরের মেঝে। খাটের উপর গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে মানিকবাবুর দেহ। তিনটি মৃতদেহের গলা কাটা। তিনজনকে গলা কেটে খুন করেই নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু কারণ খুঁজতে গিয়েই বারবার হোঁচট খাচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক ঋণের বোঝায় এই ঘটনা হতে পারে। কিন্তু তদন্ত করতে নেমে ঋণের সপক্ষে কোনও যুক্তিই মিলছে না। এ প্রসঙ্গে কেউ সঠিক তথ্যও পুলিশকে দিতে পারেনি। তবে কী পরকীয়া? কে পরকীয়ায় জড়িয়ে ছিলেন? স্বামী না স্ত্রী? তারও সঠিক তথ্য পুলিশের হাতে আসেনি। সবটাই ধোঁয়াশায় রয়েছে। পুলিশ মৃতের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। তবে নৃশংসভাবে তিনজনকে খুনের পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ রয়েছে বলেই দাবি পুলিশের। স্থানীয় বাসিন্দা সাহিন হোসেন বলেন, 'ঘটনার কোনও কারণ বলতে পারব না। তবে তিনজনকে খুন করা হয়েছে। তাদের গলা কাটা।'

কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় নাগরিক পরিষেবা ও যাতায়াত ব্যবস্থার মানোন্নয়নে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন পালক। স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে শুরু হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ। পলাশবুনি থেকে কুচডিহি আন্ডার পাস ভায়া শিরষা গ্রাম। ২.৫৬১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই রাস্তাটি সংস্কারের ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে শিরষা গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত অনেক সহজতর হবে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পাণ্ডবেশ্বরকে একটি আদর্শ ও উন্নত বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।'

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০; ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(০.৮৮)	৩৮৪.৮৫	৩.৯১	৩৭৯.৫৪	৩৮২.৯৪	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(০.৮৮)	৩৮৪.৮৫	৩.৯১	৩৭৯.৫৪	৩৮২.৯৪	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	(৩.৬৪)	২৮৮.৮৫	৪০.৯১	২৮০.৭৮	৩১৩.৪৭	৩১২.৫৯
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	(৩.৬৪)	২৮৮.৮৫	৪০.৯১	২৮০.৭৮	৩১৩.৪৭	৩১২.৫৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২,০৭৩.৯১
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.১৬)	১২.৮৯	১.৮৩	১২.৫৩	১৩.৯৯	১৩.৯৫

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬

সিঙ্গুরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী উপহার দিলেন জামালপুরবাসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কেন্দ্রের বারংবার বঞ্চনা আবাস যোজনার ঘর না পাওয়ার পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বাড়ি প্রকল্প শুরু করেন। আর সেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আওতায় এসছিলেন গ্রাম বাংলার বহু গরীব পরিবার। মুখে হাসি ফুটেছিল জামালপুর ব্লকের দামোদর তীরবর্তী এলাকার বহু মানুষের। কেননা দামোদরে জল ছাড়লে বহু মাটির বাড়ি পড়ে যেত। আর সেই সমস্ত সাধারণ গরিব পরিবারের মানুষকে আশ্রয় নিতে হতো ত্রাণ শিবিরে। মুখ্যমন্ত্রীর বাংলার বাড়ি প্রকল্প শুরু করায় হাসি ফুটেছে সেই সমস্ত গরিব পরিবারের মানুষের মুখে। সিঙ্গুরের সভা থেকে বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জামালপুরবাসীদের জন্য ২৬ কোটি ২২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার উপহার দেন। বুধবার মঞ্চ থেকে জামালপুরের ৪৩৭১ জন উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় পর্যায়ের ৬০,০০০ করে টাকা তাঁদের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে দিয়ে দেন। এই উপলক্ষে জামালপুরের ১৩টি পঞ্চায়েতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান-সহ জন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক,বিডিও পার্থসারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সাঁতরা, পঞ্চায়েত প্রধান ডলি নন্দী, উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল সহ অন্যান্যরা। বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কথা দেন সেই কথা তিনি রাখেন। যেখানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইচ্ছা করে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলার জন্য ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ বাড়ির টাকা দেয়নি। তা রাজ্য সরকার তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে সেই টাকা বাংলার সাধারণ মানুষকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে মিটিয়ে দিলেন। এরফলে রাজ্যের লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কখনও সিপিএম, বিজেপি দেখেন না। মঞ্চ থেকে জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের বেত্রাগর গ্রামের বিজেপির সক্রিয় কর্মীও চেক নিয়ে যান। এখানেই এই সরকারের সাফল্য।' বিডিও পার্থ সারথী দে এদিন ব্লক অফিসে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে বলেন, 'সিঙ্গুরের সভা মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জামালপুর ব্লকের ৪,৩৭১ জন উপভোক্তার ব্যাংক একাউন্টে বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় পর্যায়ের ৬০ হাজার করে টাকা ছাড়া হয়েছে। অনেকের একাউন্টে ইতিমধ্যে তা ঢুকেও গেছে।' সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক রাজ্য সরকারের এই কাজকে বিপ্লবাত্মক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই ৬০ হাজার করে টাকা পেলেন।'

ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে নবীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো ও দর্শন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। এদিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে মা কালীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করেন। মন্দির চত্বরে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পুজো শেষে নীতিন নবীন দ্রুত মন্দির ত্যাগ করেন। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়লেও তিনি কোনও রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

ফের মতুয়াদের সিএএ-তে আবেদনের অনুরোধ শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: এসআইআর আবহে ফের একবার মতুয়াদের সিএএ-তে আবেদন করতে অনুরোধ শান্তনু ঠাকুরের। মতুয়া মহা সম্মেলন গিয়ে ফের একবার মতুয়াদের সিএএ-তে আবেদন করতে বললেন শান্তনু ঠাকুর। বুধবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা থানার নলডুগরির কালোনিপাড়ায় মতুয়া ধর্ম মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলেন শান্তনু ঠাকুর। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মতুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা ধৈর্য্য ধরে সিএএ-তে আবেদন করবেন। সিএএ-তে আবেদন করলে আমাদের ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব পেতে সুবিধা হবে। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড থাকলে নাগরিক হয় না। নাগরিকত্ব আলাদা নিতে হয়। রাজ্য সরকারের নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সিএএ-এর মাধ্যমে এনআরসি সমস্যার সমাধান হবে। আপনারা সিএএ-তে আবেদন করুন। কারো মন্তব্যে কান দেবেন না। তাঁরা রাজনীতি করতে চায়। আমরা চাই বড়মার আন্দোলন সার্থক হোক।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'এসআইআর-এ মতুয়াদের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনকে ধরতে হবে। আমাদের নয়।'

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

GPT group

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬

CIN- L20103WB1980PLC032872, ওয়েবসাইট- www.gptinfra.in

ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in, ফোন: ০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৮,৩৯৩.৩৭	৮৭,৫২৩.৬১	২৭,৮০৭.৭২
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৬৮৪.৩০	৮,৯০৯.৯১	২,৬২৭.২০
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,০১৫.২০	৬,৫৪৩.৪২	২,১৪১.৫৬
৪ সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	২,৬৫৯.১৮	৭,৭৩৭.৭৭	২,১৫৮.৫৮
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- প্রতিটি	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬	১২,৬৩৬.৪৬
৬ অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			
৭ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৬০*	৫.১৮*	১.৭১*

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৭,৩২৭.৩৫	৮৫,২৪৩.১১	২৭,৩৩৬.০০
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,৫৬৪.১৮	৮,৪১০.২৫	২,৭২৮.৯০
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৯৫৭.১৪	৬,৩২৩.৪৪	২,১৮৫.৮১
(ঘ) সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৯৫৭.১৪	৬,৩২৩.৪৪	২,১৮৫.৮১

২ উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in -তেও পাওয়া যাবে।

৩ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বিতীয় অন্তর্বতীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে @ ৭.৫০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ০.৭৫। ফিজিক্যাল সেইসাথে ডিম্যাট আকারে শেয়ারের জন্য দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য মোট লভ্যাংশ শেয়ার প্রতি ১০ ফেস ভ্যালুর উপর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১.৭৫।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান
DIN - 00001342

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬

ইচ্ছেপূরণ বর্ধমানের আলমগঞ্জে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান সহযোদ্ধা ও রাজ কলেজের উদ্যোগে আবারও মহাসমারোহে 'ইচ্ছেপূরণ' অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার বর্ধমানের আলমগঞ্জে প্রায় ৭০০ জন নাগরিককে বিনামূল্যে বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। বর্ধমান সহযোদ্ধা, বর্ধমান রাজ কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ইচ্ছেপূরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আলমগঞ্জ বাসুদেব স্মৃতি সংঘের সদস্যরা। এদিন আলমগঞ্জ লাল কল এলাকায় স্থানীয় একটি পার্কে হাজির হয়েছিলেন নানা বয়সি প্রায় ৭০০ মানুষ। স্থানীয় কচিকাঁচাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনটি সংস্থার উদ্যোগে এদিন ৭০০ বস্ত্র উপহারের পাশাপাশি স্থানীয় বাচ্চাদের কেক এবং চকলেট প্রদান করা হয়। বাসুদেব স্মৃতি সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা গণেশ সাউ বলেন, 'এই এলাকাটিতে পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা অনেকটাই। তাঁদের হাতে বস্ত্র তুলে দিতে পেরে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত।' এই দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় স্থানীয় শিল্পী ও এনএসএসের নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপালী কৈবর্ত। তিনি বলেন, 'বর্ধমান সহযোদ্ধা এনজিও যেভাবে মানুষের পাশে থেকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।' অন্যদিকে বর্ধমান সহযোদ্ধার সাধারণ সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যতম সদস্য প্রীতম সাহা, কৌশিক সিনহা, ঋষিগোপাল মণ্ডল বলেন, 'এই ইচ্ছেপূরণ কর্মসূচি বর্ধমান শহর তো বটেই, আমরা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পোশাক-সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে

নাগরিকদের সামান্য ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব হলেই আমাদের এই কর্মসূচিকে আমরা সফল বলে মনে করব। আগামী দিনে এই ধরনের কর্মসূচি বাস্তব রূপায়ণে আরো বহু মানুষের সাহায্য দরকার। সকলে পাশে থাকলে আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে পারবে বর্ধমান সহযোদ্ধা।' এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন মুখোপাধ্যায়, রাজ কলেজের এনএসএস বিভাগের অধ্যাপক ড. ওম শঙ্কর দুবে প্রমুখ।

জোয়ালভাঙা খনির সামনে জমিহারাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: জোয়ালভাঙা খোলামুখ খনি চত্বরে ফের উত্তেজনা। নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বুধবার সকাল থেকেই খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন জমিহারা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এই বিক্ষোভের জেরে দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় কয়লা উৎপাদন ও পরিবহণের কাজ।

এদিন ভোর থেকেই জোয়ালভাঙা খোলামুখ খনি গেটের সামনে জড়ো হতে থাকেন এলাকার জমিহারা পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, জমি দেওয়ার পরেও প্রতিশ্রুতি মতো চাকরি বা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ মিলছে না। খনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানান টালবাহানার অভিযোগ তুলে তারা খনির মূল গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

বিক্ষোভকারী জমিহারা ভগীরথ মন্ডল ও সন্তোষ কুমার দেওয়াসীরা বলেন, 'আমাদের জমি নিয়ে ইসিএল কয়লা তুলছে, অথচ আমরা ও আমাদের এলাকার শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারবার আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে আমরা কাজ বন্ধ করেছি।' বিক্ষোভের জেরে এদিন সকালের শিফটে কয়লা তোলার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খনি আধিকারিকরা। তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা লিখিত প্রতিশ্রুতির দাবিতে অনড় থাকেন। তবে এই ব্যাপারে খনি কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মহিলাকে অস্ত্রের কোপ, ধৃত প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম ভূষণ হেমব্রম, তার বাড়ি কাঁকসার বামুনারা এলাকায়। ধৃত যুবককে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকারই এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বেশ কয়েকবছর ধরে ভূষণের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কে মনোমালিন্যের জেরে রাগের বশে গত ২৬ জানুয়ারি রাতে মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই মহিলা।পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে বুধবার মহকুমা আদালতে পেশ করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

এডিডিএ-র তরফে ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে নির্মিত হবে নতুন ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত কেন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে আনুমানিক ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলেছে নতুন ভবন। বুধবার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের হাত ধরে সেই কাজেরই শুভ উদ্বোধন হল। এই সময় উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হরেরাম সিং, জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পুতুল ব্যানার্জি, অঞ্চল সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি-সহ বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী ও আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাদেব মণ্ডল জানান, 'এডিডিএ-র তরফ থেকে আমাদের বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ হচ্ছে, বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে সেই কাজেরই শুভ সূচনা হলো বুধবার। এ ভবনটি নির্মিত হলে আমাদের স্কুলে খুবই সুবিধা হবে। কেননা বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি ক্লাস রুম পুরনো হয়ে গেছে এবং সেগুলিতে বর্ষাকালে জল চুঁইয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষকে।'

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : (০৩৩)৪০৫৫-৬৮০০; ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

স্ট্যান্ডঅ্যালোন

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৪৫.০০	৪২.০০	৫৭.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৯.২২	৭.৯০	১৩.৩৬	২৩.৭২	১৩.৫৬	২১.২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৯.২২	৭.৯০	১৩.৩৬	২৩.৭২	১৩.৫৬	২১.২৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৮.১৭	৬.৬৬	১১.২৯	২০.৪০	১১.৪৪	১৭.৯১
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	৮.১৭	৬.৬৬	১১.২৯	২০.৪০	১১.৪৪	১৭.৯১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৫১৬.৯৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১৭	০.১৪	০.২৩	০.৪২	০.২৩	০.৩৭

কনসোলিডেটেড

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৪৫.০০	৪২.০০	৫৭.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৯.১৫	৭.৯০	১৩.২৭	২৩.৫৩	১৩.২১	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৯.১৫	৭.৯০	১৩.২৭	২৩.৫৩	১৩.২১	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৮.১০	৬.৬৬	১১.২০	২০.২১	১১.০৯	১৭.৫৩
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	৮.১০	৬.৬৬	১১.২০	২০.২১	১১.০৯	১৭.৫৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৫১০.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১৭	০.১৪	০.২৩	০.৪১	০.২৩	০.৩৬

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে :

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬

সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি: বুধবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এ দিন তিনি সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, সরকার দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ দেশের প্রায় ৯৫ কোটি নাগরিক বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও সুবিধা পাচ্ছেন, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে একটি বড় অর্জন। সংসদে পৌঁছনোর পর রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণ এর শুরুতে বলেন, সংসদের এই অধিবেশনে ভাষণ দিতে পেরে তিনি আনন্দিত। তিনি এও বলেন, বিগত বছর ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং ঐতিহ্যের উদযাপন হিসেবে স্মরণীয় ছিল। সমগ্র দেশ 'বন্দে মাতরমে'র ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে এবং এই মহান অনুপ্রেরণার জন্য নাগরিকরা বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সংসদে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সাংসদদের অভিনন্দন জানান। দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জির ৩৫০তম শহিদ দিবস উদযাপন করেছে। বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণ করছে। তিনি বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মসূচিগুলি 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এর চেতনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার জন্মবার্ষিকী উদযাপন দেশকে সঙ্গীত এবং ঐক্যের চেতনায় একত্রিত করেছে। যখন দেশ তার মহাপুরুষ এবং পূর্বপুরুষদের অবদানকে স্মরণ করে, তখন নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয় এবং বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রা গতি পায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, ২০২৬ সালে ভারত এই শতাধীর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই শতাধীর প্রথম ২৫ বছর সাফল্য, গর্ব এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। গত ১০-১১ বছরে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ভিত মজবুত করেছে এবং এই সময়কাল বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের দিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে ফের সমস্যায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে ফের সমস্যায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতি। সেখানে এনসিপির ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই খানিক অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট 'মহাজুটি'।

২০১৯ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে টানাপড়েন চলছে। উদ্ধব ঠাকরের বিজেপির সঙ্গত্যাগ, পরে উদ্ধবের শিবসেনা ভেঙে যাওয়া রাজ্য-রাজনীতিতে তো বটেই, জাতীয় রাজনীতিতেও চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। শিবসেনা ভেঙে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভেঙে যায় শরদ পওয়ায়ের এনসিপি। দলের 'দখল' নেন অজিত। তাঁর মৃত্যু এখন কার্যত 'অভিভাবকহীন' হয়ে পড়েছে এনসিপি! এই পরিস্থিতিতে দলের সাংসদ-বিধায়কেরা কী করবেন, তা নিয়েই জল্পনা তৈরি হয়েছে।

২০২৩ সালের ২ জুলাই এনসিপিতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে শরদের অমতেই বিজেপির হাত ধরেছিলেন অজিত। একনাথ শিণ্ডের শিবসেনা এবং বিজেপির জোট সরকারের শরিক হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী হন। অজিতের বিদ্রোহের পরেই এনসিপির অন্দরের সমীকরণ বদলে গিয়েছিল। অজিত-সহ ন'জন বিদ্রোহী এনসিপি বিধায়কের মন্ত্রিত্ব এবং ভালো দপ্তর লাভের পরে পরিষদীয় দলের অন্দরে ক্রমশ তাঁর শিবিরের পাল্লা ভারী হতে থাকে। সাংসদদের একাংশও তাঁর দিকে যান।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এনসিপির নিয়ন্ত্রণ যায় অজিতের হাতেই। দলের নাম নির্বাচনী প্রতীক ঘড়ির তাঁর গোষ্ঠীর জন্যই বরাদ্দ করা হয়। শরদের নেতৃত্বাধীন এনসিপি পরিচিত হয় এনসিপি (শরদচন্দ্র পওয়ার) নামে। নির্বাচনী প্রতীক হয় 'তুতারি' (পশ্চিমি বাদ্যযন্ত্র ট্রাম্পেটের মরাঠি সংস্করণ)। নাম ও প্রতীক হারিয়েও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বাজিমাত করেছিলেন শরদ। জিতেছিলেন আটটি আসনে। অন্য দিকে, চারটিতে লড়ে অজিতের দল জিতেছিল মাত্র একটি আসনে। কিন্তু লোকসভার পর বিধানসভা নির্বাচনে চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন ঘটে অজিতের। তাঁর নেতৃত্বাধীন এনসিপি ৫৯টিতে লড়ে জেতে ৪১টিতে। অন্য দিকে, ৮৬টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিয়ে এনসিপির (শরদ) ঝুলিতে মাত্র ১০!

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে এনসিপি বিধায়কেরা আবার শরদের হাত ধরার চেষ্টা করতে পারেন। তাতে খানিক অস্বস্তিতে পড়বে বিজেপি। যদিও এখন শরদের স্বাস্থ্যের যা অবস্থা, তাতে তিনি বেশি দিন দলের দায়িত্ব সামলাতে পারবেন না। তখন দলের মুখ হয়ে উঠবেন তাঁর কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। কিন্তু সুপ্রিয়ার 'উত্তরসূরি' হওয়া নিয়ে দলের অনেকেরই আপত্তি রয়েছে। কারণ সাংসদ সুপ্রিয়া যতটা না মহারাষ্ট্রের নেত্রী, তার চেয়ে অনেক বেশি দিল্লির নেত্রী! অন্তত এমনটাই মনে করেন দলীয় নেতাদের বড় অংশ।

গত বিধানসভা ভোটে অন্তত ২৩০ আসনে জিতেছিল 'মহাজুটি'। রাজনৈতিক মহলের যুক্তি, এতে অজিতের দলের ৪১ জন বিধায়ক শরদের এনসিপির সঙ্গে হাত মেলালে শাসকজোট সংখ্যার দিক দিয়ে বিপাকে পড়বে না ঠিকই। কিন্তু বিরোধীদে পাল্লা ভারী হলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। আবার পালটা অভিমতও রয়েছে। অনেকের মত, অজিতের দলের বিধায়কেরা জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এনসিপির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। তাই তাঁরা বিজেপির দিকেও ঝুঁকতে পারে। এতেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতি থেকে কার্যত মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এনসিপির।

ময়দান

কিউইদের হোয়াইটওয়াশে ব্যর্থ ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৫ রান করে নিউজিল্যান্ড। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যর্থ হন অভিষেক ও সূর্য। সুযোগ ছিল সঞ্জু স্যামসনের সামনে, কিন্তু তিনি ফের হতাশ করলেন। তাঁর ব্যাটিংয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট ছিল। বল দেখে খেলার বদলে আগেই শট ঠিক করে ফেলছিলেন তিনি। মিচেল স্যান্টনারের বলে লাইন মিস করে ১৫ বলে ২৪ রান করে আউট হন সঞ্জু। এই ম্যাচের পর বিশ্বকাপের প্রথম একাদশ থেকে তিনি আরও দূরে সরে গেলেন বলেই মনে হচ্ছে। সেখান থেকেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন শিবম দুবে। উইকেট পড়লেও আক্রমণের ধার কমাননি তিনি। ইশ সোধির এক ওভারে ২৯ রান নিয়ে ম্যাচে প্রাণ ফেরান শিবম। মাত্র ১৫ বলে অর্ধশতরান করে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরির নজির গড়েন তিনি। শেষ ছ'ওভারে ৮২ রান দরকার ছিল ভারতের। কিন্তু হর্ষিতের শট হেনরি হাত ছুঁয়ে স্টাম্পে লাগতেই রান আউট হন শিবম। সেই সঙ্গেই কার্যত শেষ হয়ে যায় ভারতের লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১৮.৩ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায় ভারত।

মহিলা ফুটবলের উন্নয়নে গাঁটছড়া গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল একাডেমি ও স্কাইজি এফসির

ফুটবল মানেই কেবল পুরুষদের লড়াই নয়, বরং প্রান্তিক স্তরের মেয়েদের ফুটবল মাঠের মূল স্রোতে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আর চ্যালেঞ্জকে সঙ্গী করেই পথ চলা শুরু গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল একাডেমি-র। বাংলার নারী ফুটবলের মানোন্নয়ন ও প্রান্তিক স্তরের নারী ফুটবলারদের বড় মঞ্চে তুলে আনতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল একাডেমি। দেশের নামী ফুটবল সংস্থা 'স্কাইজি এফসি'-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো এই একাডেমি। দুই প্রতিষ্ঠানের এই যৌথ উদ্যোগ রাজ্যের মহিলা ফুটবলারদের পেশাদার প্রশিক্ষণ ও সঠিক দিশা দেখাবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল একাডেমির সভাপতি সন্দীপ সরকার ও সম্পাদক অমৃত দাস। অন্যদিকে, স্কাইজি এফসি-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক মনোজিৎ মুখার্জি। চুক্তির ফলে গয়েশপুরের ফুটবলাররা এখন থেকে স্কাইজি এফসি-র উন্নত কারিগরি সহায়তা, আধুনিক কোচিং মডিউল এবং বিভিন্ন বড় টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পাবেন। গয়েশপুর একাডেমির সম্পাদক অমৃত দাস জানান, 'শূন্য থেকে শুরু করা আমাদের এই লড়াইয়ে স্কাইজি এফসি-র সাথে গাঁটছড়া বাঁধা একটি বড় সাফল্য। এর ফলে আমাদের মেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ফুটবলারদের মতো সুযোগ-সুবিধা পাবে।' সভাপতি সন্দীপ সরকার আশাপ্রকাশ করেন যে, এই মেলবন্ধনের মাধ্যমে গয়েশপুর থেকে আগামী দিনে ভারতের জাতীয় দলের জন্য নির্ভরযোগ্য ফুটবলার উঠে আসবে। স্কাইজি এফসি-র সম্পাদক মনোজিৎ মুখার্জিও এই প্রতিভাবান মেয়েদের আগামীর জন্য সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একাডেমির কঠিন যাত্রার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, শূন্য থেকে শুরু করা এই উদ্যোগ আজও তাঁর কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ।শুরুটা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। নিজের স্বল্প পুঁজি জমিয়ে এলাকার মেয়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের হাতে জার্সি, প্যান্ট আর বুট তুলে দিয়ে মাঠমুখী করেছিলেন তিনি। আজ সেই একাডেমি কেবল মাঠের অনুশীলন নয়, বরং আবাসন সুবিধাসহ এক পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে।

Notice Inviting e-Tender

NIT NO-JOY2/19 of 2025-26 Dt.-21.01.2026 & JOY2/20 of 2025-26 Dt.-27.01.2026. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 17 nos. of Work vide Tender Id: 2026_ZPHD_994013_1 to 2026_ZPHD_994013_9 & 2026_ZPHD_994209_1 to 2026_ZPHD_994209_8 and last date of bid submission is 06.02.2026. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS Nimpith, South 24 Parganas

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Five (5) Nos. of Construction work in different places under 15th FC within Ghatal Municipality. NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-16e/2025-26, Dated: 28/01/2026, Tender ID : 2026_MAD_994320_1 to 5. Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/914/e-Tender/2025-26 Dated: 27.01.2026
WBMAD/UM/915/e-Tender/2025-26 Dated: 27.01.2026
(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality.) Details are available in the www. wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Benches in Ward No-06 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)"

Tender reference: 276/BM/2025-26/APAS(2nd. Call)
Date: 08.01.2026

Last date and time of receiving application- **05.02.2026 at 12:00 PM.** Last date and time of purchasing for Tender documents- **07.02.2026 at 02:00 PM.** Date and time for dropping of Tender documents-**10.02.2026 at 02:00 PM.** Date and time Opening of Tender documents-**10.02.2026 at 04:00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩২-২৫, তারিখ ২২.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩২-২৫, বন্ধের তারিখ/সময় ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে-র পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থানসহ কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে পুরনো গাই রড অ্যাসেম্বলি প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৪,১৪,৪৬,৭৭২ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ৩,৫৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলা :** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

(HWH-563/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.org.in
পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন - এইচএমসি এলাকায় পার্ক এবং গার্ডেন বিভাগের কাজের জন্য প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগীয় http://www.wbtender.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১২.০২.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

টেন্ডার নোটিশ নং : ED/16/P&G/25-26 তারিখ : ২৭.০১.২০২৬
২৭৬(৩)/২৫-২৬
২৮.১.২৬

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ডজি)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331

E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for "Repairing of Leakages of different dia. pipes within the Wards of Diamond Harbour Municipal area" having credential of similar nature of work.

NIT No.: WBMAD/ULB/DIA-MOND HAR-BOUR/01/365/25-26
Viz. Memo No.: K-12 (Tender)/A-24/DHM, Dated: 27.01.2026

Online Bid Submission End Date: **13/02/2026 up to 16.00 Hrs.** Details information is available in the website: **https://wbtenders.gov.in** and also in our departmental website: **www.diamondharbour municupality.org.**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under **Kakdwip Block** of South 24 Parganas Dist, Invites 5 nos bids vide **NIT No. 12-16/MGP/NIT/2026 under 15th FC Dated: 28/01/2026**. The last date of submission of online Bid is **04/02/2026 upto 4 pm.** Bid opening Date- **05-02-2026 at 11 am.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/831/e-Tender/2025-26 Dated: 21.01.2026,
WBMAD/UM/832/e-Tender/2025-26 Dated: 21.01.2026,
(Construction of Community Toilet Blocks under City Sanitation Action Plan for Toilets (CSAP-3A) under SBM-U 2.0 in different Ward of Uluberia Municipality encompassing all Civil, Electrical and non Schedule Items as per attached estimates..)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

1. Construction of Boundary wall and R.C.C Slab in different booth at ward no-18 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference: WBMAD/NIeT/289/BM/2025-26/APAS Date: 28.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010123_1, 2026_MAD_5010123_2 .
2. Construction of C.C Road & R.C.C Slab in different booth at ward no-22 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference: WBMAD/NIeT/290/BM/2025-26/APAS Date: 28.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010129_1, 2026_MAD_5010129_2, 2026_MAD_5010129_3, 2026_MAD_5010129_4 .
3. Construction of Surface drain in different booth at ward no-22 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference: WBMAD/NIeT/291/BM/2025-26/APAS Date: 28.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010137_1, 2026_MAD_5010137_2, 2026_MAD_5010137_3, 2026_MAD_5010137_4.
1. Bid Submission Start date- **28.01.2026 at 06.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 12.00 PM.** 3. End date- **06.02.2026 at 18.55 AM.** 4. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under APAS scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	28.01.2026	12.00 P.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	28.01.2026	12.30 P.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	05.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	07.02.2026	18.55 P.M. onwards

TENDER IDS :-			
2026_MAD_5010013_1	2026_MAD_5010014_1	2026_MAD_5010016_1	2026_MAD_5010019_1
2026_MAD_5010020_1	2026_MAD_5010021_1	2026_MAD_5010025_1	

For more details Please log on to https://tenders.wb. gov.in/nicgep/app

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং : ডব্লু_২_৬২৩_১৬_৩ডি-স্ক্যানিং, তারিখ ২২.০১.২০২৬। কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে ব্রিজ নং ৩৮৩ডি, ৩৪০এ, ১৯৫, হাওড়া ডিভিসনে ব্রিজ নং ২১৭, ২৩০ এবং শিয়ালদহ ডিভিসনে ব্রিজ নং ২এ, ৮৬-তে ৩ডি স্ক্যানিং সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ২৪,৩০,৮০০.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য জমা:** ৪৮,৬০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১২ মাস। টেন্ডার নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করার জন্য টেন্ডারারদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

(MISC-369/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-6 of 2025-26 (2nd Call) and DHE/NC/NIeT-9 of 2025-26

Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-6 of 2025-26 (2nd Call) for (Procurement of Books from Govt. Grant).** All NIeTs documents download and bid submission starting date (online)- **30.01.2026** and bid submission end date (online)- **06.02.2026 upto 9.00 a.m.**, and bid submission end date (online) for **NIeT-9 of 2025-26** extended **upto 02.02.2026 up to 9.00 a.m.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Principal
Nistarini College
Purulia, WB

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 03, of 2025-26 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub- Division, Purba Bardhaman

On behalf of the Governor of West Bengal, 01 (One) no. sealed tender consisting of single group as mentioned in Annexure - in WB Form no 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub- Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of any type of construction work as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. up to 05.02.2026. Last date of application and availability tender paper 05.02.2026, up to 2.00 P.M. and 05.02.2026 after 3.00 P.M. respectively.

Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division
Memari, Purba Bardhaman

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of R.C.C Slab & surface drain at different places in ward no- 22 under APAS within Bongaon Municipality.

Tender reference: NIT NO-286/B.M./2025-2026/APAS Date: 28-01-2026 to NIT NO-288/B.M./2025-2026/APAS Date: 28-01-2026

1. Last date and time of receiving application for tender documents- **05.02.2026 at 1.00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **07.02.2026 at 02.00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **09.02.2026 at 02.00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender documents- **09.02.2026 at 04.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference: WBMAD/NIeT/225/BM/2025-26/APAS (2nd. Call)
Date: 28.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010141_1,

Bid Submission Start date- **28.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 145, 146, 147 & 148/PW/Eng/APAS/26 Dt. 28-01-2026

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C. Road in Ward No. - 17 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference: WBMAD/NIeT/239/BM/2025-26/APAS(2nd. Call)
Date: 28.01.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010145_1, 2026_MAD_5010145_2, 2026_MAD_5010145_3,

Bid Submission Start date- **28.01.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.02.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.02.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2066/25-26 Dated 27.01.2026	Road Restoration work at A) Santinagar to Shibtala B) Panchpota Pump House near House of Baguli & Tanusree Mukherjee C) Natun Diyara Bashpole to House of Samir Naskar in Ward no...03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 12,52,086.00

Bid Submission end date: **14.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.)-এইচএমসি, এইচএমসি - এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২০ (কুড়ি) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের(অনলাইন) শুরুর তারিখ : ২১.০১.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১২.০২.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৭৫(১)/২৫-২৬
২৮.০১.২৬

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট.)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2068/25-26 Dated 27.01.2026	Earth Work in filling at (i)Rabindranagar Pradip Rajak house to Raju Dutta house & house of Gopal Halder to house of Bijay Lal.(ii)Rabindranagar house of Chandrama Jha to house of Mahesh Pramanik via house of Gouranga Karmakar IN WARD NO-04 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 2,13,709.00

Bid Submission end date: **14.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2067/25-26 Dated 27.01.2026	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Surface Drain (a) From Gopal Kundu to Choitan Dey at Nabagram Central Road, (b) From Gopal Bosak to Nabagram Yuva Sangha Play Ground, (c) From Subir Dey house to Kanai Das house at Nabagram in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,47,284.00

Bid Submission end date: **14.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

খড়গপুর ডিভিসনে বিজ্ঞাপনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-২০২৬-০১ তারিখ ২৩.০১.২০২৬ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত সম্পদগুলির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলামের তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে ২০ মিনিট পর্যন্ত। অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-কেজিপি-২৬-০১।** ১. বোর্ড, গ্লোসাইন, কিয়স্ক ইত্যাদি রূপে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) নিম্নলিখিত স্টেশনগুলির অভ্যন্তরীণ এলাকাতে - (i) আবাদা স্টেশন (ii) বেলদা স্টেশন (iii) দেউলটি স্টেশন (iv) মাদপুর স্টেশন (v) কোলাঘাট স্টেশন (vi) শ্যামচক স্টেশন এবং (vii) হলদিয়া স্টেশন (viii) বারিপদা (ix) জলেশ্বর (x) সাঁতরাগাছি (এফওবি-১) ও (xi) সাঁতরাগাছি (এফওবি-২)। ২. খড়গপুর ডিভিসনে চলাচলকারী সাত (০৭)টি ইএমইউ রেকের পার্শ্ব দেওয়ালের সমগ্র বাইরের গাত্রে (জানালা এবং রেলওয়ের আবশ্যিক চিহ্নসমূহ বাদে) ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। ৩. (i) আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে ভিনাইল স্টিকার রূপে ট্রেন নং ১২৮৩৭/১২৮৩৮ (হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস)-এর এসি ৩ টায়ার এবং স্লিপার কোচের অভ্যন্তরীণ বে-তে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (ii) ট্রেন নং ১২৮৮৫/১২৮৮৬ শালিমার-ভোজুডি আরণ্যক এক্সপ্রেস-এর নির্দিষ্ট কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকটে এবং ওয়াশরুমের আয়নাতে এবং খাবার ট্রে + আসনের পেছনে নির্ধারিত অংশে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) আটকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (iii) ট্রেন নং ১২২২২/১২২২১ হাওড়া-পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেসের সকল কোচে ওয়াশ বেসিনের নিকটে এবং ওয়াশ রুমে থাকা আয়নার নির্ধারিত অংশে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) আটকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। (iv) ট্রেন নং ১২৮৫৭/১২৮৫৮ হাওড়া-দীঘা তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট কোচসমূহের ওয়াশ বেসিনের নিকটে এবং ওয়াশরুমের আয়নাতে এবং খাবার ট্রে + আসনের পেছনে নির্ধারিত অংশে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে) আটকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। ৪. (i) দীঘা স্টেশন এবং (ii) পাঁশকুড়া (এল/সি গেট)-এ ঘরের বাইরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রচার যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্য পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

(PR-1105) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

4th Call 1st Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 54/PW/Eng/APAS/2025 Dt.

Bid Submission period: 06.02.26 instead of 27.01.26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

01) Name of the Work : Construction of road from Mohanta Bagan to Kamalpur Ghosh Para, Ward No.-01
e-Tender No. : WBDMC/W/111(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010090_1 ● Est. Amt: Rs. 8,57,684.00
02) Name of the Work : Construction of Community Bathing place at entrance of Ghosh Para near Transformer, Ward No.-01
e-Tender No: WBDMC/W/111(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010090_2 ● Est. Amt: Rs. 1,35,041.00
Last Date : **06.02.2026 upto 09.00 a.m.**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Memo. No. : DMC/APAS/BR-3/147 **Dated - 06/01/2026**

CORRIGENDUM NOTICE

Tender ID : 2026_MAD_5008771_2, 2026_MAD_5008750_1, 2026_MAD_5008576_1, 2026_MAD_5008576_2 & 2026_MAD_5008790_1

Tender Reference Number : WBDMC/W/402(APAS) of 25-26(2nd call), WBDMC/W/405(APAS) of 25-26(2nd call), WBDMC/W/489(APAS) of 25-26(2nd call) & WBDMC/W/364(APAS) of 25-26(2nd call)

The Bid submission Closing date will be 02-02-2026 up to 2.00 PM in lieu of 28-01-2026 upto 2.00 PM and Bid opening Date will be 04-02-2026 after 2.00 PM in lieu of 29-01-2026 after 2.00 PM. The other terms and conditions will remain unchanged.

Sd/- Executive Engineer
M.E. DTE, Govt. of WB
Posted at
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘যেটুকু হাতে আছে, সেটুকুই করে যাব’

সতেরো বছরের পারফরম্যান্সেও বাংলার দরজা খোলেনি এরিয়ানের অখিলেশের

বিট্টু দত্ত

কলকাতার ময়দান। শুধু একটা মাঠ নয়; এটা স্বপ্নের কারখানা। এখানে প্রতিদিন জন্ম নেয় শত শত ক্রিকেটারের আশা, আবার প্রতিদিনই হারিয়ে যায় অসংখ্য নাম। এই ভিড়ের মধ্যেই নীরবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন একজন; এরিয়ান ক্রিকেট ক্লাবের লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার অখিলেশ যাদব। মৌলালি থেকে রোজ ময়দান; এই যাত্রা তাঁর কাছে নতুন নয়। নতুন নয় বঞ্চনাও। তবু ১৭ বছরের ক্রিকেট জীবনে একদিনও থেমে যাননি তিনি।

মৌলালির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা অখিলেশের ক্রিকেটের সঙ্গে আলাপ খুব ছোটবেলায়। পাড়া ক্রিকেট থেকেই হাতেখড়ি। তখনও জানতেন না, বাঁ হাতে বল ঘোরানো যে একদিন তাঁর পরিচয় হয়ে উঠবে। স্কুল ক্রিকেট পেরিয়ে ক্লাব ক্রিকেট; ধাপে ধাপে উঠে আসা। শেষমেশ জায়গা করে নেন ময়দানের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এরিয়ান স্পোর্টিং ক্লাবে। এরিয়ান মানেই শৃঙ্খলা, কঠিন পরিশ্রম আর সুযোগের জন্য প্রতিদিনের পরীক্ষা। এখানে টিকে থাকাই বড় সাফল্য। অখিলেশ শুধু টিকেই থাকেননি; নিজেকে প্রমাণও করেছেন। লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি নিয়ন্ত্রণ। ফ্লাইটে ভরসা আছে, আবার প্রয়োজনে বল টেনে ছোট করতেও জানেন। উইকেটের দুই পাশে নিখুঁত ল্যান্ডিং, ব্যাটসম্যানকে ধৈর্য হারাতে বাধ্য করাই তাঁর অস্ত্র। তবু প্রশ্ন একটাই; তাহলে সুযোগ এল না কেন?

ময়দানের ক্রিকেট মানেই শুধু পারফরম্যান্স নয়। এখানে সময়, ভাগ্য, লবি;

সবকিছু মিলিয়ে রাস্তা তৈরি হয়। অখিলেশের ক্ষেত্রে সেই রাস্তাটা বারবার যেন কানাগলিতে গিয়ে ঠেকেছে। বছর-বছর ভালো পারফরম্যান্স, লিগ ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট; সব থাকা সত্ত্বেও বাংলার সম্ভাব্য বা রাজ্য দলে ডাক আসেনি কখনও। ক্লাব সতীর্থরা বলেন, ওর মতো ধারাবাহিক স্পিনার খুব কম আছে। নতুন বলে উইকেট তুলে নিতে পারে, আবার শেষের দিকে রান আটকাতে পারে। কিন্তু এই প্রশংসা গ্যালারির মধ্যেই আটকে থেকেছে। নির্বাচকদের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছয়নি। অখিলেশ অবশ্য অভিযোগ করেন না। কথা বললে শুধু বলেন, ‘খেলাটা ছাড়তে পারিনি। এখনও পারি না।’ এই একটা লাইনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ১৭ বছরের সংগ্রাম।

ময়দানের ক্রিকেটারদের জীবন খুব চকচকে নয়। সকালে প্র্যাকটিস, দুপুরে কোনও ছোটখাটো কাজ বা কোচিং, বিকেলে আবার মাঠ। অখিলেশও এর ব্যতিক্রম নন। পরিবার সামলানো, নিজের খরচ চালানো, ক্রিকেটের সরঞ্জাম; সব মিলিয়ে লড়াইটা কেবল মাঠে সীমাবদ্ধ নয়। তবু প্রতিদিন ব্যাগ কাঁধে তুলে মৌলালি থেকে ময়দানে আসেন। কারণ, মাঠটাই তাঁর পরিচয়।লেফট আর্ম স্পিনার হিসেবে বাংলার ক্রিকেটে সুযোগের অভাব নেই; এমনটা অনেকে ভাবেন। কিন্তু বাস্তবটা আলাদা। নির্দিষ্ট কয়েকটি নামের বাইরে নতুনদের জন্য দরজা খোলা থাকে অল্প সময়ের জন্য। সেই সময়ে নজরে না পড়লে, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। অখিলেশ সেই অপেক্ষারই প্রতীক। তাঁর বোলিংয়ে কোনও নাটকীয়তা নেই। কোনও অতিরিক্ত অ্যাকশন নেই। আছে শুধু ধারাবাহিকতা। প্রথম ওভার থেকে শেষ ওভার পর্যন্ত একই লাইন-লেন্থ বজায় রাখা, এটাই তাঁর শক্তি। টেস্ট মাইন্ডসেটের স্পিনার বলা যায় তাঁকে। অথচ আধুনিক ক্রিকেটে যখন ‘ভ্যারিয়েশন’ শব্দটাই মন্ত্র, তখন এই ধরনের বোলাররা প্রায়শই অবহেলিত থেকে যান। এরিয়ানের হয়ে বহু ম্যাচে দলের সেরা বোলার হয়েছেন অখিলেশ। তবু ম্যাচ শেষে আলো পড়েছে অন্য কারও ব্যাটিং ইনিংসে। স্পিনারের কাজটা থেকে গেছে নীরবেই। ১৭ বছর ধরে ক্রিকেট খেলে যাওয়া মানে শুধু ফিটনেস নয়; মানসিক শক্তিরও পরীক্ষা। একাধিকবার ভেবেছেন হয়তো, এবার ছেড়ে দেবেন। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার প্র্যাকটিসে হাজির। কারণ, ক্রিকেট ছাড়া তাঁর আর কোনও পরিচয় নেই। আজও যখন বাংলা দলে নতুন নাম ঘোষণা হয়, অখিলেশ চুপচাপ তালিকাটা দেখেন। নিজের নাম না থাকলেও মন খারাপ করেন না। বলেন, ‘যেটুকু হাতে আছে, সেটুকুই করব।’ এই নির্লিপ্ত ভঙ্গির আড়ালেই লুকিয়ে আছে দীর্ঘ দিনের হতাশা। অখিলেশ যাদবের গল্প কোনও একক ব্যর্থতার গল্প নয়। এটা ময়দানের বহু অচেনা ক্রিকেটারের গল্প। যারা আলোয় আসেনি, কিন্তু আলো তৈরি করে গেছে। যারা স্কোরকার্ডে ছোট্ট সংখ্যায় আটকে গেছে, কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে কখনও ছোট হয়নি। হয়তো কোনওদিন বাংলার জার্সি তাঁর গায়ে উঠবে না, কিন্তু ময়দানের ক্রিকেট ইতিহাসে অখিলেশ যাদবের মতো মানুষরাই আসল সৈনিক। যাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নের পেছনে ছুটেছেন; শেষ পর্যন্ত না পেলেও দৌড় থামাননি। ময়দানের ঘাসে এখনও প্রতিদিন বাঁ হাতে বল ঘোরান অখিলেশ যাদব। প্রতিটা ডেলিভারির সঙ্গে যেন একটা কথাই বলেন; ‘আমি এখনও আছি।’

ওডিআই ক্রিকেট কি নিজের পরিচয় হারাচ্ছে?

রো-কোর পর কী ভবিষ্যৎ এই ফরম্যাটের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের ক্রিকেট একসময় ছিল ক্রিকেটের আধুনিক তার প্রতীক। টেস্টের ঐতিহ্য আর ধৈর্যের গণ্ডি ভেঙে রঙিন পোশাক, সাদা বল আর সীমিত ওভারের উত্তেজনা নিয়ে ওডিআই ক্রিকেট বদলে দিয়েছিল খেলাটার চেহারা। কিন্তু ২০২০,এর দশকে এসে সেই ওডিআই নিজেই দাঁড়িয়ে পড়েছে এক গভীর প্রশ্নের সামনে; এই ফরম্যাট কি তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে, নাকি নতুনভাবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার পথে হাঁটছে? আজকের ক্রিকেট মানে দ্রুততা, বিনোদন আর বাণিজ্য। এই তিনের সমীকরণে ওডিআই কোথায় দাঁড়িয়ে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় আলোচনা।

১৯৭১ সালে প্রথম ওডিআই ম্যাচের জন্ম হয়েছিল সময় বাঁচানোর প্রয়োজনে। তখন কেউ ভাবেনি, এই ফরম্যাট একদিন টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। কিন্তু আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশক; ওডিআই হয়ে ওঠে ক্রিকেটের প্রধান মঞ্চ। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ শুধু ভারতের ক্রিকেট ইতিহাস বদলায়নি, বদলে দিয়েছে ওডিআইয়ের সামাজিক গুরুত্ব। এরপর ১৯৯৬ বিশ্বকাপ, ১৯৯৯ সালের সেই বিখ্যাত সেমিফাইনাল, ২০০৩,এর ব্যাটিং বিপ্লব; সব মিলিয়ে ওডিআই ছিল নাটক, আবেগ আর কৌশলের নিখুঁত মিশেল। এই ফরম্যাটেই তৈরি হয়েছে ক্রিকেটের সবচেয়ে আইকনিক মুহূর্তগুলো; ডেজার্ট স্টর্ম, ৪৩৪ রান তাড়া, শেষ ওভারের ছয়, বিশ্বকাপ জয়।

কিন্তু ২০০৭ সালে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সাফল্য ছিল টার্নিং পয়েন্ট। তিন ঘণ্টার ক্রিকেট, প্রতি বলে উত্তেজনা, সীমাহীন বাউন্ডারি; এই ফরম্যাট দ্রুত দর্শকের অভ্যাস বদলে দেয়। আইপিএল সেই পরিবর্তনকে স্থায়ী করে দেয়। ব্রডকাস্টারদের কাছে টি,টোয়েন্টি মানে বেশি বিজ্ঞাপন, কম সময়, বেশি রিটার্ন। বোর্ডগুলোর কাছে দ্রুত রাজস্ব। খেলোয়াড়দের কাছে বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক ও তুলনামূলক কম শারীরিক চাপ। এই বাস্তবতায় ওডিআই ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে। পাঁচ,ছয় ঘণ্টা সময় নিয়ে একটি ম্যাচ

দেখা আজকের দর্শকের কাছে কঠিন সিদ্ধান্ত। ওডিআই ক্রিকেটের সংকট সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে। একসময় যেখানে তিন বা পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ছিল মর্যাদার বিষয়, আজ সেখানে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে; দুই ম্যাচের সিরিজ, একেবারেই ওডিআই বাদ, টি, টোয়েন্টি প্রাধান্য। অনেক সময় দর্শকসংখ্যা এতটাই কম যে স্টেডিয়াম ফাঁকা পড়ে থাকে। এমনকী, টিভি রেটিংও প্রত্যাশার নীচে নেমে যায়। ফলে বোর্ডগুলো বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।আধুনিক ক্রিকেটার আর শুধু জাতীয় দলের জন্য খেলে না। সে একজন পেশাদার অ্যাথলিট, যার কেরিয়ার সীমিত। বছরে ১০ মাস মাঠে থাকা মানে চোট, ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ। এই পরিস্থিতিতে অনেক তারকা ক্রিকেটার ওডিআই থেকে অবসর নিচ্ছেন, নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ফোকাস করছেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, ফলে ওডিআই দলে ধারাবাহিকতা কমছে, তারকাখচিত ম্যাচের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

তবে সব সংকটের মাঝেও একটি জায়গায় ওডিআই আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ মানেই জাতীয় গর্ব, দীর্ঘ প্রস্তুতি, কৌশলগত যুদ্ধ। এখানে টি,টোয়েন্টির হঠাৎ ঝলক নেই, আবার টেস্টের দীর্ঘ ক্লান্তিও নেই। এখানেই ওডিআই তার আসল শক্তি দেখায়। অনেক বিশ্লেষকের মতে, ভবিষ্যতে ওডিআই ধীরে ধীরে একটি ইভেন্টকেন্দ্রিক ফরম্যাটে পরিণত হবে; বিশ্বকাপ ও বড় টুর্নামেন্টকে ঘিরেই যার অস্তিত্ব।আর একটি বড় প্রশ্ন; আজকের ওডিআই কি আগের মতো আছে? দুই নতুন বল, ছোট বাউন্ডারি, ব্যাটিং,বান্ধব পিচ- এই সব কিছুর ফলে ম্যাচগুলো অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। ৩০০,৩৫০ রান এখন আর বিস্ময় নয়। মাঝের ওভারগুলোর কৌশলগত লড়াই হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, ওডিআই বাঁচাতে হলে নিয়মে বদল দরকার; এক বলের নিয়ম ফিরিয়ে আনা, বোলারদের সাহায্য বাড়ানো, পিচে ভারসাম্য বজায় রাখা না হলে ওডিআই টি,টোয়েন্টির দীর্ঘ সংস্করণে পরিণত হবে।

ওডিআই ক্রিকেট একসময় সহযোগী দেশগুলোর বিকাশের প্রধান মঞ্চ ছিল। এই ফরম্যাটেই তারা বড় দলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত। আজ ওডিআই কমে যাওয়ায় সেই সুযোগও কমছে। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চমক দেওয়া সম্ভব হলেও, দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির জন্য ওডিআই অত্যন্ত জরুরি। এই ফরম্যাট সংকুচিত হলে ক্রিকেটের বিশ্বায়নও প্রশ্নের মুখে পড়বে। আধুনিক ক্রিকেট পুরোপুরি একটি বিনোদন শিল্প। এখানে আবেগের পাশাপাশি হিসাবও চলে। মিডিয়া চায় দ্রুত কনটেন্ট, দর্শক চায় অবিরাম উত্তেজনা। এই বাস্তবতায় ওডিআইকে হয় নিজেকে নতুনভাবে প্যাকেজ করতে হবে, নয়তো ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে হবে। দিনের সময়, ম্যাচের দৈর্ঘ্য, সম্প্রচার কৌশল; সব কিছুতেই নতুন ভাবনা দরকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওডিআইয়ের ভবিষ্যৎ কয়েকটি পথে যেতে পারে; বছরে সীমিত সংখ্যক ওডিআই, বিশ্বকাপ ও আইসিসি ইভেন্টকে কেন্দ্র করে ফরম্যাট, নিয়ম পরিবর্তনের মাধ্যমে কৌশলগত ক্রিকেটে ফেরা। ওডিআই হয়তো আর সংখ্যায় বাড়বে না, কিন্তু গুরুত্ব পেতে পারে গুণমানে। ক্রিকেট ইতিহাসে বহুবার ফরম্যাটের মৃত্যু ঘোষণা হয়েছে।

টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও একসময় এমন কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু আজও টেস্ট বেঁচে আছে তার মর্যাদা নিয়ে। ওডিআই ক্রিকেটও হয়তো বদলাবে, ছোট হবে, নির্বাচিত হবে; কিন্তু একেবারে হারিয়ে যাবে না। কারণ এই ফরম্যাট ক্রিকেটকে শিখিয়েছে কীভাবে সময়ের মধ্যে ধৈর্য, আক্রমণ আর পরিকল্পনাকে একসঙ্গে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। শেষ বল এখনও হয়নি। স্কোরবোর্ডে এখনও সম্ভাবনা আছে। ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ হয়তো অনিশ্চিত, কিন্তু গল্পটা এখনও শেষ নয়।

ট্র্যাজেডি কিং

ক্রিকেটার যুবরাজ সিং

ডাঃ শামসুল হক

ক্রিকেট মাঠের চেনা জানা পরিমণ্ডলের মাঝখানে স্বমহিমায় তিনি আর ও কিছুদিন বিরাজ করুন দেশ বিদেশের হাজার হাজার ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন সেটাই। তাঁর নিজের প্রত্যাশাও ঠিক তেমনটাই ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয়ে যায় অন্য কিছু। হয়তো তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি নিজের ই সেই করুণ পরিণতির কথা। তাইতো অতি আচম্বিতেই মনের মধ্যে অজস্র ক্ষোভ এবং দুঃখকে সঙ্গী করেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য ও হতে হয়েছিল তাঁকে।

বলাই বাহুল্য, সেই ঘটনা তাঁর সামনে হাজির হয়েছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। কিন্তু তবুও অবস্থার চাপে পড়ে সবকিছু মেনে নিতে বাধ্য ও হতে হয়েছিল তাঁকে। আর ভাবতেও অবাক লাগে, সেইসময় ব্যাট এবং বল ছাড়া যে মানুষটার কাটত না একটা দিনও। তখন তাঁর জীবন থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল তাঁর অতি প্রিয় সেইসব উপাদানও।

তিনি ক্রিকেটার যুবরাজ সিং। সবুজ গালিচার সেই চেনাজানা চর্তুভুজের মাঝখানে তখন কি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাঁর। ব্যাট এবং বল, সবক্ষেত্রেই ছিল তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। আর ফিল্ডিং? ক্রিকেট মাঠের যেখানেই তাঁকে দাঁড় করানো হোক না কেন, সেখান দিয়ে সহজে গলতে পারত না একটা মাছিও। শরীর তো নয়, যেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ!

একসময় তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম একটা স্তম্ভও। টেস্ট ম্যাচ, ওয়ান ডে সিরিজ সহ টি টোয়েন্টি, সব ধরণের ম্যাচে ছিল তাঁর বিশাল আধিপত্যও। ছয় ফুট আড়াই ইঞ্চির সুদর্শন সেই যুবক সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেও পারতেন। তাই সকালে তাঁকে ভীষণ ভালোও বাসতেন। ১৯৮১ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম তাঁর চণ্ডীগড়ে। ক্রিকেটের মাঠে পা রাখেন ১৯৯৬ সালে, মাত্র পনের বছর বয়সে। বাবার ইচ্ছেতেই অবশ্য তাঁর সেই জীবন বেছে নেওয়া। তাঁর বাবা যোগরাজ সিংও ছিলেন সেই জগতেরই মানুষ। কিন্তু ভাগ্যেরই নিষ্ঠুর পরিহাসে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাঁরও ক্রিকেট জীবন। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে যুক্ত ছিলেন তিনি। ছিলেন ডানহাতি মিডিয়াম প্রেসার। ব্যাটও করতেন সেই ডান হাতেই। কিন্তু খেলোয়াড় জীবনে খুব বেশি ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। খেলেছেন মাত্র একটা টেষ্ট এবং ছয়টি আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ম্যাচ। তার আগে অবশ্য তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা রাজ্য ক্রিকেট দলেরও। আর তারই মধ্যে খুব সুন্দরভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁর নিজস্ব ক্রিকেট জীবনটাও কিন্তু হঠাৎই ঘটে যায় অঘটন। একটা পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েই একরাশ দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। বলাই বাহুল্য, ক্রিকেটের দৌড়ে ক্রিকেটার যোগরাজ সিং খুব বেশি দূর পথ অতিক্রম করতে পারেননি বলেই ছেলেকে তিনি এগিয়ে দিয়েছিলেন সবুজে মোড়া অতি নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়স্থলেও। ছেলেও একজন সার্থক শিল্পীর মতোই অত্যন্ত সুন্দরভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন বাবার মর্যাদাকে একেবারে ঠিক ঠিকভাবেই রক্ষা করতে।

ক্রিকেটার যুবরাজ সিং বল করতেন বাঁ হাতে। ব্যাটও করতেন সেই হাতেই। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক ঘটে ২০০৩ সালে। সেই বছরের ১৬ই অক্টোবর তিনি প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার আগে ওয়ান ডে ম্যাচে তাঁর আবির্ভাব ঘটে ৩রা অক্টোবর ২০০০ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে। আর টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেন ২০০৭ সালের ১৩ ইসেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। আর সবক্ষেত্রেই দুর্দান্তভাবে সফলও তিনি।

কিন্তু খেলতে খেলতে বাবার মতো হঠাৎ হঠাৎই অঘটনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকেও। ২০১১ সালে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি। তারপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় যে, মারণ রোগ ক্যানসার থাবা বসিয়েছে তাঁর দেহে। ফলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই খেলার মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসার জন্য চলে যান বিদেশে এবং সেখানেই চলে কেমোথেরাপি আর প্রয়োজনীয় রেডিয়েশনও। একসময় সুস্থ হয়ে দেশেও ফেরেন তিনি। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর ক্রিকেট মাঠের সবুজ গালিচা তাঁকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণও করে। সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর মনটাও। অবশেষে ফিরেও আসেন। খেলার মধ্যে মন বসাবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু সেই আগের জায়গায় পৌঁছানো কোনভাবেই সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। একরাশ ক্লান্তি মেশানো অবসন্নতা তো ছিলই, তার সঙ্গে আবার গ্রাস করেছিল আজানা অচেনা ভয়, ভীতি এবং বিষণ্ণতাও। আর সেইসব বোঝাকে সঙ্গী করে চলতে চলতেই একসময় হতাশা এসে ভীড় জমায় তাঁর মনেরই অন্দরে। সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় তাঁর মনে হয়, আর নয়। এবার সরে যেতে হবে খেলারই জগত থেকে। যা ভাবা তাই কাজ। ২০১৭ সালে চলছিল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সিরিজের খেলা। টানটান উত্তেজনা। ভারতের অতি নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় যুবরাজ সিং কিন্তু নিজেকে সেইভাবে মেলে ধরতে পারলেন না। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেই তিনি খেলে নেন তাঁর শেষ ইনিংস। আর ২০১৯ সালের ১০ই জুন তিনি অবসর নেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও।মহান এই ক্রিকেটার বিভিন্ন সময়ে পুরস্কৃত হয়েছেন বহুবিধ পুরস্কারেরই ডালিতে। ২০১২ সালে পান ক্রিকেটের অর্জুন পুরস্কার। ২০১৪ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী পুরস্কার। তাছাড়াও মাঠের মাঝখানে কতবার যে তিনি ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। টি টোয়েন্টি ম্যাচে দ্রুত রান করার বিশ্বরেকর্ডও আছে তাঁর ঝুলিতে। মাত্র বারো বলেই অর্ধ শতরান করেছিলেন তিনি।

ক্রিকেটার যুবরাজ সিং বিদায় নিয়েছেন খেলার জগত থেকে। তারপর অন্য কোন পেশায় তিনি আর নিজেকে নিয়োজিত করেননি। ক্রিকেটের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নিজস্বতার আস্বাদ। আর তার মধ্যেই বেঁচে থাকতেও চান তিনি। তাই এখন কেবলমাত্র অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যেই দিন কাটছে তাঁর। তিনি সুস্থ থাকুন। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হোক হাজার হাজার তরুণ ক্রিকেটার।